কালোর আলো!!
মহাশক্তি ও বিজ্ঞান
দূষণ সম্পর্কে সচেতন থাকুন
তারাপীঠ ভ্রমণ
ব্যতিক্রমী আলো শিল্পী
খবরের ঘন্টা
দীপাবলী

HAPPY DEWALI GREETINGS TO ALL

HPL

FOR MORE DETAILS CONTACT :

MR. ANUP ROY

MOBILE : 09903515803
E-MAIL : anuproy@hplindind.com

SILIGURI TERAI B.ED COLLEGE
&
SILIGURI PRIMARY TEACHERS' TRAINING COLLEGE

Recognised by NCTE, Ministry of HRD
Govt. of India
Affiliated to : WBUTTEPA & WBBPE

Admission Open for B.ED & D.EL.ED Course

Web : www.slgttc.com
E mail : slgtbc@gmail.com
CONTACT NO : 97350 61656 | DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427

TERAI INTERNATONAL SCHOOL

Registration No : SO185236

HOSTEL ADMISSION FOR - CLASS V to VIII

- DAY BOARDING FACILITY
- FULL BOARDING FACILITY
- TRANSPORTATION FACILITY
- EXTRA CURRICULUM ACTIVITY

উত্তরবঙ্গের
একমাত্র বাংলা মাধ্যমের
DAY BOARDING এর
সুবিধাযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

E mail : terai.tis@gmal.com
CONTACT NO : 75869 09494 | DUDHAJOTE, KHARIBARI - 734427

ACC

Cement
C & F Agent

DEE ESS ENTERPRISE

TATA
TISCON
JOY OF BUILDING
Platinum Dealer

RETAIL OUTLET

46, SATYEN BOSE ROAD
DESHBANDHU PARA
SILIGURI-734004

PHONE : 0353-3591128

Since 1760
Berger
Lewis
Paint your imagination

Sika®

Auth. Dealer Auth. Distributor

RETAIL OUTLET

2ND FLOOR MANOSHI APPARTMENT
BABUPARA, SATYEN BOSE ROAD
SILIGURI-734004
WEST BENGAL

deeessrana2013@rediffmail.com

ISO

Anandaloke

রাত দিন

চিন্তাহীন

যেকোন এমার্জেন্সিতে আমরা আছি আপনার সাথে

আনন্দলোক হাসপাতাল | www.anandaloke.com

- EMERGENCY PHYSICIANS
- CRITICAL CARE INTENSIVISTS
- TRAUMA SURGEONS
- SURGICAL SPECIALISTS
- SPECIALLY TRAINED NURSES / TECHNICIANS

আনন্দলোক মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল

২য় মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি–৭৩৪০০১

✆ 9933100200 / 8116603569 / 0353-2540980 / 2544352

NEW RAMKRISHNA SEVA SADAN

A MULTI SPECIALITY NURSING HOME

DR. G. B. DAS MD, FICS, FICOG
INFERTILITY SPECIALIST
LAPAROSCOPIC SURGEON

Prof. DR. BENU GOPAL DAS M.S. (ORTHO)
ORTHOPAEDIC SURGEON & TRAUMATOLOGIST
PROFESSOR, Dept. of Orthopaedics, MGM Medical College, Kishanganj
SILIGURI SCAN CENTRE 3, Rash Behari Sarani, Tel : 0353-2430689

:: FACILITIES AVAILABLE ::

NEONATAL I.C.U

- NEONATAL VENTILATOR
- C-PAP ◆RADIANT WARMERS
- LED PHOTOTHERAPY
- CENTRAL OXYGEN
- SYRINGE PUMP
- PAEDIATRIC MONITORS

LAPAROSCOPIC SURGERY

- KARL STORZ LAPAROSCOPY & HYSTEROSCOPY INSTRUMENTS WITH 3 CHIP CAMERA
- 250 WATT ZENON LIGHT SOURCE LED LIGHT
- AUTOMATIC GAS INSUFLATOR
- HYSTEROMAT
- ERBE-VIO-D DIATHERMY MACHINE

INFERTILITY SERVICES

- IVF (Test Tube Baby)
- I.U.I. – INTRA UTERINE INSEMINATION {DONOR & HUSBAND}
- SPERM BANKING FACILITY
- VIDEO HYSTERO LAPAROSCOPIC EVALUATION AND TREATMENT.
- HORMONAL ASSAYS BY COMPUTERISED ANALYSER.
- FOLLICULOMETRY BY TVS.

GYNAECOLOGY & OBSTETRICS

- BED SIDE MONITORS
- FOETAL MONITORS
- 4 NOS CARDIOTOCOGRAPHS
- 10 NOS FOETAL DOPPLERS

ORTHOPEDIC SURGERY

- DEDICATED O.T. WITH C-ARM X–RAY FACILITY

Also Available :

GENERAL SURGERY -

- LAP CHOLECYSTECTOMY - KEYHOLE SURGERY
- LAP APPENDECTOMY
- SURGERY OF HERNIA, PILES, TUMOUR, COLON ETC.

SPECIAL ECONOMICAL PACKAGES AVAILABLE FOR LAPAROSCOPIC REMOVAL OF GALL BLADDER FOR GALL BLADDER STONE, ORTHOPAEDIC & GYNAECOLOGICAL OPERATIONS.

◆TWO SPACIOUS OPERATION ROOMS ◆COMPUTERISED AUTOMATIC AUTOCLAVE MACHINE
◆IN HOUSE PATHOLOGY ◆QUALIFIED SISTERS ◆24 HOUR PHARMACY

RAMKRISHNA IVF CENTRE

(A Unit of True Value Fertility Care Pvt. Ltd.)
Nazrul Sarani, Pakurtala More, Ashrampara, Siliguri | Contact No. 74073 24618

DR. RITUPARNA DAS M.D.
INFERTILITY SPECIALIST

Facilities Available :

IVF | IUI | OVUM DONATION | EGG SHARING | EMBRYO DONATION
ICSI | TESA | PESA | SURROGACY | SEMEN BANK | EMBRYO FREEZING
SEMEN ANALYSIS | ULTRASONOGRAPHY FOR IVF, IUI

Please Feel Free To Contact For Any Query

RECEPTION : 80160 84200, 97332 77777, 0353-2430622,
NAZRUL SARANI, PAKURTALA MORE, ASHRAM PARA, SILIGURI

email : ramkrishnanursinghome@yahoo.in / drgbdas_rknh@yahoo.co.in | website : www.newramkrishnasevasadan.com

With best compliments from :

SACHITRA GROUP OF COMPANIES

MANUFACTURING :

- ★ TARAI FOUNDRY WORKS PVT.LTD
  M.S. STRUCTURALS & WIRE NAILS
- ★ SACHITRA ROLLING MILLS PVT.LTD.
  M.S. ROD M.S. FLATS &
  TORKARY BAR

MANUFACTURING :

- ★ SACHITRA STEEL INDUSTRIES (P) LTD
  GREEN TEA FACTORY
- ★ CHOUDHURY TRADE & INDUSTRIES
  HB WIRE, BLACK WIRE, WIRE NAILS
- ★ SACHITRA FOUNDRY & WIRE INDUSTRIES
  C.I. CASTING

AGRICULTURE :

- ★ BASANTA AGRICO-
  PLANTATION PVT.LTD.

RETAIL :

- ★ PAUL AUTOMOBILES
- ★ M&C IRON STORES
- ★ VIBGYOR ENTERPRISE

SILIGURI INDUSTRIAL ESTATE

SEVOKE ROAD,SILIGURI - 734001

74777 17100,01,02,03, 04,05,06,09, E-mail : mcislg2009@gmail.com

খবরের ঘন্টা

RNI NO WBBEN/2015/69355
Monthly Magazine
Vol. V Issue-4
1st November-30th November 2021 Kali Puja

পঞ্চম বর্ষ-সংখ্যা-৪ দীপাবলী সংখ্যা
১৭ ই কার্তিক, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
৪ ই নভেম্বর, ২০২১, দীপাবলী সংখ্যা

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ করিমুল হক (পদ্মশ্রী তথা বাইক অ্যাম্বুলেন্স দাদা)
জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী)
ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক)
গৌতমবুদ্ধ রায়
মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী)
তরুন মাইতি (পরিবেশবিদ)
রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক)
দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ)
শ্যামল সরকার (শিল্পোদ্যোগী)
সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী)
ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ)
নির্মল কুমার পাল (হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব)
ভারতি ঘোষ (প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক)
সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী)
সামসুল আলম (শিক্ষক)
বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী)
দুর্বা ব্রহ্ম (শিক্ষিকা)

দাম ঃ ২০ টাকা

Editor : Bapi Ghosh
Asstt. Editor : Shilpi Palit
Cover : Sanjoy Kumar Shah
Laser Typing : Bapi Ghosh

Owner Bapi Ghosh, Printer Bapi Ghosh, Publisher Bapi Ghosh, Published from Matrivilla, Arabindapally, Siliguri & Printed from Media Zone, Hakimpara (Ashrampara), Siliguri, Editor Bapi Ghosh

সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। স্বত্বাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ কর্তৃক মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত।

KHABARER GHANTA
Aurobinda Pally, Siliguri
e-mail : bapighosh300@gmail.com
Mobile : 98320-64424, 96418-59567 (Whatsapp)

এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার, দায়িত্ব পত্রিকার নয়। পত্রিকার লেখকদের মতামত নিজস্ব
সম্পাদক ঃ খবরের ঘন্টা।

সূচীপত্র

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা................মুসাফীর.......০৩
অন্ধকারে শিল্প-কারখানা.....................মনা পাল.........................০৬
মর্ত্যের দুর্গারা আঁধারেই থেকে যায়..........সজল কুমার গুহ........০৯
দুর্গেশনন্দিনী..................................সুশ্বেতা বোস.....................২৭
করোনা বিদায় নেয়নি-সতর্ক থাকুন..................ডাঃ জি. বি. দাস..২৭
শ্যামা পুজোর আগেই অন্নপূর্ণা পূজা করি.....চৈতালী ব্যানার্জী.....২৮
জয় মা কালীর জয়..................সঞ্জয় চক্রবর্তী............................২৯
মুক্তকেশি মা...................................সঞ্জীব সাহা......................২৯
অনলাইন ব্যবসা ক্ষতি করছে আমাদের....শিবেশ ভৌমিক.........৩১
পুজোয় প্রচুর পর্যটক এসেছেন...........বাপন মণ্ডল......................৩১
দূষণ সম্পর্কে সচেতন থাকুন.......জ্যোৎস্না আগরওয়ালা...........৩২
করোনা বিধি মেনে চলুন..................বিপ্লব সরকার......................৩৩
কালী পুজায় মা কালীর কাছে প্রার্থনা..................আশীষ ঘোষ.....৩৪
শিল্প কারখানায় আলো আসুক..................উৎপল সরকার..........৩৪
করোনা বিধি মেনে চলুন..................নির্মল কুমার পাল (নিমাই)..৩৫
মাটির প্রদীপ চাই...................................সঞ্জীব শিকদার............৩৫
ছট পুজোর ভাবনা...................................রমেশ শা..................৩৫

ঃঃ কবিতা ঃঃ

জগৎ জননী মহাকালী..................মুকুল দাস..............................০৫
ধরায় এসো নানা রুপে..................গোপা দাস..........................০৫
এসো মা........................অদিতি পি চক্রবর্তী................................১২
দায়িত্ব...................................রিয়া মুখার্জী..............................২৫
তোমার জগৎ সংসার..................রাজশ্রী মৈত্র..........................৩৩

ঃঃ প্রবন্ধ ঃঃ

মহাশক্তি ও বিজ্ঞান.............................নির্মলেন্দু দাস.................০৬

ঃঃ ভ্রমণ ঃঃ

তাঁরা পীঠ ভ্রমণ............................অর্পিতা দে সরকার..............১১

ঃঃ বিশেষ রচনা ঃঃ

কালোর আলো !!........................বাবলী রায় দেব.......................১৪

ঃঃ প্রতিবেদন ঃঃ

হায়দরপাড়ায় যুব সংঘের পুজো..২৮
অন্ধকার গ্রাম থেকে উঠে আসা ব্যতিক্রমী আলো শিল্পী...............৩০

সম্পাদকীয়

এক গুচ্ছ আলোর ভাবনা

সকলকে শুভেচ্ছা দীপাবলি ও কালী পুজোর। প্রথমেই সমস্ত বিজ্ঞাপনদাতাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তাদেরকে এই জন্যই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই যে করোনা পরিস্থিতিতে নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশনা করাই এক কঠিন কাজ হয়ে পড়েছিল। এই কঠিন কাজকে সহজ করে দিয়েছেন সমস্ত বিজ্ঞাপনদাতারা। এই পত্রিকা প্রকাশনার পিছনে বিরাট কৃতিত্ব বিজ্ঞাপনদাতাদের। তার সঙ্গে যারা লেখা দিয়েছেন, যারা পত্রিকা ছেপে দিয়েছেন তাদের সকলের প্রতিই কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়। এই অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাওয়ার উৎসবে কয়েকটি ভাবনা পেশ করলাম। সরকার,সাধারণ মানুষ সবাই একটু নজর দিলে ভালো হবে।

১) করোনা বিধি সকলে মেনে চলুন। যেমন মুখে মাস্ক বেঁধে রাখা, ভিড়ে না যাওয়া, স্যানিটাইজার বা সাবান ব্যবহার করা, টিকা গ্রহন করা। ২) আগুন বা বাজি থেকে সাবধান। আলোর উৎসবে আলো থেকে যাতে দুর্ঘটনা না হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে। বাজিপটকা থেকেও অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে। আগুন লাগতে পারে। বা কেউ আহত হতে পারেন। ফলে বাজিপটকা থেকে সাবধান। তাছাড়া বাজিপটকা পরিবেশের পক্ষে একদম ভালো নয়। আমরা কালী পুজোতে জীব হত্যা বন্ধের দিকেই আজকাল অনেকে অভিমত দিই। বহু স্থানে বলি বন্ধও হয়ে গিয়েছে। বলি একটি নৃশংস প্রথা বলে অনেক মন্দিরেও বলিপ্রথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে শিক্ষার আলোকে। তবে সেভাবেই কি আমরা বাজিপটকাকে বলি দিতে পারি না? অর্থাৎ বাজিপটকা বলি দিয়ে আমরা এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে পারি। ৩) করোনার জেরে অনলাইন ব্যবসা রমরমা হয়েছে। আর অনলাইন ব্যবসা রমরমা হওয়াতে বহু সাধারণ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমস্যায় পড়েছেন। একেই লকডাউনে তাদের অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে রয়েছে। ব্যবসা মন্দা।তার সঙ্গে অনলাইনের ব্যবসা তাদের ব্যবসায় আরও অন্ধকার ডেকে এনেছে। তাই অনলাইনে সবাই সব জিনিস না কিনে পাড়া বা মার্কেটের দোকানগুলো থেকেও জিনিস কিনতে পারি। তাতে সেই সব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা লড়াইয়ের জন্য নিঃশ্বাস ফেলতে পারেন। ৪) মাটির প্রদীপ কিনুন। চিনের আলো বর্জন করুন। ৫) নদী জল যাতে দূষিত না হয় সেদিকে নজর রাখুন। কালী পুজোর পর ছটপুজো রয়েছে। নদী যাতে সুস্থ স্বাভাবিক থাকে তা দেখা আমাদের সকলের কর্তব্য। নদী দূষিত হতে হতে মরে যেতে থাকলে তার কুপ্রভাব থেকে আমরা কেউ বাঁচবো না। ৬) করোনার জেরে অর্থনৈতিকভাবে বহু মানুষ সমস্যায় রয়েছেন। উৎসবের দিনে অনেকের নতুন বস্ত্র হয়নি। বহু শিশুর মুখে হাসি নেই। অথচ উৎসবের দিনে আমাদের সকলের সঙ্গে এই সব অসহায় দুঃস্থ শিশু বা তাদের পরিবার যাতে হাসিতে মেতে উঠতে পারে তা দেখা আমাদের কর্তব্য। অনেক চা বাগানও বন্ধ রয়েছে। চা শ্রমিকরা সমস্যাতে রয়েছে। সামনে শীত আসছে। তাই উৎসবের অতিরিক্ত খরচ বাঁচিয়ে আমরা এই সব বিপন্ন, অসহায় মানুষদের পাশে থাকতে পারি। আর এই সব অসহায় গরিব মানুষদের হাসিতে মাতিয়ে তুলতে পারলেই তা প্রকৃত অর্থে সার্থক হবে মায়ের পুজো বা দীপাবলি উৎসবের প্রকৃত আনন্দ। ৭) উৎসবের দিনেও অনেক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই সময় অনেক মানুষ হাসপাতালে ভর্তি থাকেন। বহু মুমূর্ষ মানুষের রক্তের প্রয়োজন হতে পারে এই সময়। এইসব অসুস্থ বা মুমূর্ষ মানুষের পাশে দাঁড়ালেই তা হবে প্রকৃত আলোর উৎসব। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

With Best Compliments From :

Mr. Bapan Mondal

CELL : +91 94343 76821
+91 98325 32368

Jayanti travels
Making Travel easy

AIRLINES • RAILWAYS • BUS TICKETS • CAR RENTAL
PACKAGE TOUR • EVENT & CORPORATE PRONOTE

MIA GARAGE BUILDING, 2ND FLOOR, H.C. ROAD
SILIGURI, DARJEELING (WB), PH. : 0353-2535927
E-MAIL : travels.jayanti@gmail.com

কাঁচা হাতের লেখায় জীবনের পাকা কথা--১২

(আয়ুর এই পড়ন্ত বেলায় যখন জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির দিকে ফিরে দেখি,তখন দেখতে পাই মানুষের এক বিশাল সমাবেশ। যার বেশিরভাগই স্বল্প পরিচিত, ক্ষনিকের আলাপ।এই ধরনের মানুষের মধ্যেই এমন কয়েকজন রয়েছেন যাদের ব্যক্তিত্বে আমায় তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দিকে আকর্ষিত করেছে। সেই সব মানুষরা নিজের নিজের ব্যক্তিত্বে উজ্জবল এবং স্ব-ভাস্বর। নিজেকে খুব ধন্য মনে হয় যে কোনও যোগ্যতা না থেকেও এদের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি। এদের নিবিড় সান্নিধ্য আমার অপূর্ণতাকে পূর্নতার দিকে অগ্রসর হওয়ার অস্পৃহাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। এদেরই কয়েকজনকে বেছে নিয়ে তাদের কথা দিয়েই তাদের ছবি আঁকার চেষ্টা করছি। অনেকটা গঙ্গা জলে গঙ্গার পুজো। --মুসাফীর)

(গত সংখ্যার পর)

মহিলার সংখ্যা প্রথম দিকে কম ছিল। এখন বোধহয় মহিলা আশ্রমিকই বেশি--তাই না? রেবতী মাথা নেড়ে সন্মতি জানালো। আমরা নামেই মানুষ কাজে কতটা তাতো নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা দেখলেই বোঝা যায়। আমরা আবার দেবতা হতে চাই। আরে আগেতো পুরোপুরি মানুষ হই। মনুষ্য জন্মই ইউলিউসনের শেষ ধাপ নয় পরের ধাপ দেব মানব। গয়ং গচ্ছভাবে চললে কয়েকলক্ষ বছর লেগে যাবে। সৃষ্টিকর্তা একটু গতি চাইলেন মাতাজীর দেহরূপে নেমে এলেন। মাতাজী বললেন দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকার যুদ্ধে যে শক্তি ব্যয় হয় তার সমস্তটাই ভগবানের জন্য উৎসর্গ করো। ভদ্রভাবে জীবন যাপন করার জন্য যতটুকু দরকার তার সব ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছে-- তোমাদের কাছে শুধু অপেক্ষা একটাই বাঁচো ভগবানের জন্য। একবার নিজেদেরকে ভগবানের কাছে উৎসর্গ করো। দেখবে উনি তোমাদের সমস্ত ভার বহন করবেন। মানুষের লিমিটেশন মানুষ নিজে ক্রস করতে পারবে না, ভগবানের ডায়রেক্ট ইন্টারভেনশন

সকলকে শুভ দীপাবলির প্রীতি ও শুভেচ্ছা --

শিবেশ ভৌমিক

বিধান নগর, শিলিগুড়ি মহকুমা।

দরকার। চেতনার পরিবর্তন ও উর্দ্ধায়ন মুখে বলা যত সহজ কাজে ততধিক কঠিন। কোন কিছু নতুন করার একটা আলাদা উন্মাদনা আছে। মাতাজীর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ও সাহায্যের ফলে আমাদের মতো নিরেট মালমশল্লা দিয়েও ভালো রান্না হতে আরম্ভ করলো। যার মধ্যে যে গুনটি এতদিন সুপ্ত ছিল তার বর্হিপ্রকাশ হতে আরম্ভকরলো ফলে যে এতদিন আম ও কাপ প্লেটের ড্রইংকরতো তার তুলি হতে অপূর্ব সব ছবি বেরুতে আরম্ভ করলো। তাঁর সূক্ষ জগতের ছবিগুলোতে মিস্টিক আর্ট হিসেবে বিখ্যাত। সঙ্গীতে নতুন ধরনের সুরের আগমন ঘটলো। যেমন আমি গরু, কুকুর এই সবের উপরে রচনা লিখতাম কৈশোরে। তরুন যুবক হয়ে নিজের ও বন্ধুদের জন্য প্রেম পত্র লিখতাম এই ছিল আমার দৌড়। এখন ভাবি সেই আমির কলম দিয়ে কবিতা বেরুচ্ছে, বিভিন্ন গুরুগম্ভীর বিষয়ে লেখা ছাপ বইয়ের বিদগ্ধ গুনীজনদের স্বীকৃতি লাভ করেছে। এটা কি করে সম্ভব হলো। মাতাজীর স্পর্শে এই লোকটির ভেতরের সুপ্ত সম্ভাবনা জেগে উঠেছে--- যা এতদিন বহু জন্ম ধরে ঘুমিয়ে ছিল। নিয়মিত সুপথ্য, শরীর চর্চার ফলে একদিন ভার উত্তোলনের শক্তি পেশীতে আসে তবে অনেক পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এগুতে হয়। ঋষি জিজ্ঞেস করে, এখানে সবাই কি কি ঘটবে তা আগে থেকে বুঝতে পারে বা দেখতে পায়?

দেখ যখন তুমি যে বাজারে যাবে সেখানে যে জিনিষের বাজার সেই ধরনের আবহাওয়া ও পরিবেশ পাবে। ফলের বাজারে একরকম, আবার ফুলের বাজারে গেলে আরেকরকম। এখানে যাদের যে ফ্যাকালটির অ্যানটেনা খোলা আছে তারা সেই রকমই রিসিভ করে। যেমন মহাভারতে সঞ্জয়ের দূরদর্শনের ও দূর শ্রবনের অ্যানটেনা নিঃশ্চয়ই খোলা ছিল তাই বেদব্যাসের মতো ঋষি সায়েনটিস্ট সঞ্জয়কে একটি টেমপোরারি কানেকশন দিয়ে দিয়েছিলেন যার ফলে কুরুক্ষেত্রের সব এপিসোডগুলো ধৃতরাষ্ট্র জানতে পারলো। মাতাজী বলেন, এগুলো নিয়ে মাথা ঘামিও না। এগুলো এলেই যে তুমি যোগ সাধনায় এগিয়ে আছে আর এই সব না থাকলে তুমি পিছিয়ে আছো তা নয়। বরং উল্টোটাই হয় বিকাশদা বললেন। আমি এমনও দেখেছি এরকম টুকটাক দুএকটি ফ্যাকালটি খুলে গেল আর ওমনি সেই ব্যক্তি এনক্যাশ করা আরম্ভ করলো, তারপর কিছুদিন পর একেবারে নিঃস্ব হয়ে ভিখারি হয়ে গেল দুই কুলই সে হারালো। তোমারতো ইতিমধ্যে কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে, হয়নি? হ্যাঁ, হয়েছে তবে --কথাটি ঋষি শেষ করলো না। শুনো হে ছোকরা, দুধ থেকে এক লাফে রসোগোল্লা হয় না। *(ক্রমশ)*

জগৎ জননী মহাকালী

মুকুল দাস
(বয়স--৯৭, শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

তুই মা মহাকালী, তুই মা দানব দলনী
তুই মা কৃষ্ণ কালী, তুই মা মুন্ড মালিনী।
তুই মা বিশ্ব সংহারিনী।
তোর মাথে চূড়া, হাতে বালা, গলে মুন্ড মালা।
তোর চরনে নুপুর, বাজে ঝুমুর ঝুমুর।
তুই মা অসুর বিনাশিনী, মা দিগম্বরী
নাচিস ধেই ধেই করি।
তুই মা মহাকালী, দানব দলনী
তুই মা কৃষ্ণ কালী, মুন্ড মালিনী
তুই মা বিশ্ব সংহারিনী।
তুই মা উলঙ্গিনী, লজ্জা সরম বলে নাই কিছু,
তুই মা ঘুরিস ভস্ম মাখা শিবের পিছু পিছু।
তুই মা উলঙ্গিনী, বিশ্ব সংহারিনী,
তবু দেখি তোকে মায়ের মমতায়,
ঝরে নয়নে বারি।
এমনি তুই মা ভস্ম মাখা শিবের বুকে দিয়েছিস পা,
কালী করলী, জগৎ জননী.
দেখি তোকে শান্তি প্রদায়িনী।
তুই মা মহাকালী, মধু কৈটব, বিনাশিনী,
শোনাও আর্তজনে অভয় বাণী।
তুই মা শান্তি প্রদায়িনী,তুই মা জগৎ জননী, মহাকালী।
তোমার চরনে শত বার প্রণমী।

ধরায় এসো নানা রুপে

গোপা দাস
(শরৎ পল্লী, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি)

বৈশাখে মা এসো তুমি মঙ্গলচন্ডী মঙ্গলরুপে,
জ্যৈষ্ঠেতে এসো মা গঙ্গাদেবী রুপে।
মানব জনম পূর্ণ হয় তোমার গঙ্গা জলে
আষাঢ়ে অম্বুবাচী হয় কামাখ্যা পর্বতে।
শ্রাবণে ঝুলনা ঝুলো বৃন্দাবনে কৃষ্ণের সাথে।
ভাদ্র মাসে জন্ম হল তোমার বদ্ধ কারাগারে,
মথুরায় পুস্পবৃষ্টি হয় কৃষ্ণ আগমনে।
আশ্বিনে আগমনী সরে ধরায় আসো মা দুর্গা রুপে,
কার্ত্তিকেতে মহাকালী অমাবস্যার রাতে।
অগ্রহায়নে আসে মা জগদ্ধাত্রী, জগৎ কল্যানরুপে।
পৌষে তুমি মাতোয়ারা পূর্ণিমা রাসচক্রে,
মাঘে তুমি বাগদেবী বসন্ত পঞ্চমীতে।
বিদ্যা-বুদ্ধি প্রদান করো সকলের মনেতে।
ফাল্গুনে তুমি আসো মা, স্বামী শিবের সাথে
ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো চতুর্দশী রাতে।
চৈত্রের প্রখর তাপে তুমি মা বাসন্তী রুপে,
পূজিত হও ধরায় তুমি বার মাসে নানারুপে।

Happy Deewali & Chhath Puja Greetings To All :
Ramesh Shah (Micro Artist) 7551070908 (M)
President
Ajay Gupta (Guddu)
Secretary
GITA DEVI GHAT
CHHATH PUJA WELFARE SOCIETY

মহাশক্তি ও বিজ্ঞান

নির্মলেন্দু দাস

হিন্দু ধর্মে মহাশক্তি জগত সৃষ্টির আদি কারণ এবং জগতের প্রধান শক্তি হিসাবে সর্বোচ্চ ঈশ্বর মনে করেন। দেবতা শিবের প্রকৃতি হলেন পার্বতী। তিনিই দেবী মহাশক্তি। হিন্দু ধর্মে তাকে জননী রুপে সম্মান প্রদান করা হয়েছে। সেজন্য দুর্গা আদ্যা শক্তির আর এক রুপ। এই বিশ্ব ব্রহ্মান্ড কি এই শক্তি দ্বারা পরিচালিত? ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ের কি কোন সূত্র আছে? মানুষ জীব শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য এ বিষয়ে হাজার হাজার বছর আগে থেকে চিন্তা করেছেন। ব্যবহারিক বিজ্ঞান এসেছে অনেক পরে। কিভাবে আদিতে শক্তির উৎপন্ন হয়েছে, সে বিষয়ে এখনো স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। নানা মুনির নানা মত। কিন্তু ধর্ম ও বিজ্ঞানের কিছু বিষয় নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করা যায়, তা হলে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোথাও কোথাও একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আদ্যাশক্তি ও বিশ্ব ব্রহ্মান্ড নিয়ে কে কি বলেছেন, সে সম্পর্কে কিছু জানা প্রয়োজন।

'বেদ' সনাতন ধর্মের আদি গ্রন্থ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। চার ভাগে বিভক্ত জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ। বিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কে ঋগবেদে যে ধারণার কথা বলা হয়েছে বিগ ব্যাং থিওরির কাছাকাছি। ঋগবেদের কথাগুলো এখানে তুলে ধরছি--

এক) ' নাসাদাসিস নসদাসিততদানিমনাসিদ রজ ন ঃ ব্যামাপ্রেযৎ'(১/১২৯/১০)। এর অর্থ শুরুতে কোনো অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব বা বায়ু ছিল না।

দুই) 'তম অসিৎ তমসতপসস্তন্মহিনাজাযাতৈকম....'(১০ চারিদিক ছিল ঃ অর্থ।(৩/১২৯/ অন্ধকারাচ্ছন্ন। সমস্ত জিনিস একত্রে পঞ্জীভূত ছিল। সেখান থেকে প্রচন্ড তাপের সৃষ্টি হলো।

তিন) ' হিরণ্যগর্ভ সমাভরতাগ্রে'। (১/১২১/১০) অর্থ প্রথমে হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টি হলো। ঃ

চার)('আপ হ যদ বৃহতিরিবিশ্বমায়ান গর্ভম'। (৭/১২১/১০) অর্থ সেই হিরণ্যগর্ভ ছিল, উত্তপ্ত তরল যাতে ছিল সৃষ্টির সমস্ত বীজ।

পাঁচ) তারপর যেখানে বিস্ফোরন ঘটল, বিন্দু থেকে যেন সব প্রসারিত হতে শুরু হলো। (২/৭২/১০)

ছয়) সেই সৃষ্টি বিস্ফোরিত অংশ সমূহ থেকে ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি হলো বিভিন্ন গ্রহ ও নক্ষত্ররাজি(৩/৭২/১০)

অন্ধকারে শিল্প-কারখানা

মনা পাল

সকলকে শুভ দীপাবলি। অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাওয়ার জন্য আমরা পালন করি দীপাবলি বা আলোর উৎসব। এই সময় অমাবস্যার অন্ধকারে আমরা কালী পুজো বা মহাশক্তির আরাধনাও করে থাকি। বর্তমানে আমরা সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। সঙ্কট বলতে করোনার প্রকোপ। করোনা এখনও পুরোপুরি বিদায় নেয়নি। করোনার জেরে বহু মানুষের প্রান যেমন চলে গিয়েছে তেমনই আবার অনেকে অর্থনৈতিকভাবে সঙ্কটাপন্ন। বহু শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বহু কারখানা ধুঁকে ধুঁকে চলছে। আর শিল্প কারখানায় যদি প্রান না থাকে তবে দেশ ও সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না। কারণ সমাজের অন্যতম চালিকাশক্তি হলো শিল্প কারখানার উৎপাদন বা অর্থনৈতিক উৎসাহ। সেই উৎসাহে ভাঁটা পড়লে তার প্রভাবতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে পড়তে বাধ্য। তাই এইসময় একটাই প্রার্থনা, দেবী মা আমাদের শিল্প কারখানার অন্ধকার কাটিয়ে আমাদের আলোর দিকে অগ্রসর হতে শক্তি সঞ্চার করুক। মায়ের শক্তি নিয়ে আমরা যাতে নতুনভাবে লড়াই করার শক্তি পাই এই সঙ্কটের মোকাবিলায় এটাই থাকলো প্রার্থনা। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

(লেখক শিলিগুড়ি সেবক রোড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের সচিত্র গ্রুপ অফ কোম্পানিজের কর্ণধার)

বিগ ব্যাং তত্বে বিজ্ঞানীরা বলেছেন বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের উৎপত্তি শুরু হয়েছিল একটি অতি ক্ষুদ্র দানা থেকে। সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় বিশ্ব ছিল অত্যধিক শক্তি। এর ঘনত্ব এবং তাপমাত্রা ও চাপ এমন ছিল যা কল্পনার বাইরে। এর মধ্যে ছিল পদার্থ যা ক্ষুদ্রকার অবস্থায় একটি বিন্দুর মতো। এই পদার্থ হঠাৎ সম্প্রসারিত হতে থাকে। এখানে কি করে পদার্থ অতি ক্ষুদ্র অবস্থায় ছিল এবং কোথা থেকে পদার্থ এসেছিল সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা আজও উত্তর খুঁজে পাননি। প্রচন্ড বিস্ফোরনের মাধ্যমে পদার্থগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিস্ফোরনের আগে সময় জায়গা ও পদার্থ ছিল না বলে বিজ্ঞানীগণ মনে করেন। বিশ্ব বন্দিত বিজ্ঞানী প্লাঙ্কের ঘনত্ব তত্ব অনুযায়ী ৫.১ ইনটু টেন টু দ্য পাওয়ার ৯৬ কেজি/মি. টু দ্য পাওয়ার ত্রি , এখানে কাজ করে না। অর্থাৎ পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়ম কানুনের বাইরে এই ঘটনা ঘটেছিল। তা হলে মহাবিশ্ব সৃষ্টির আদিতে কোন নিয়মের প্রয়োজন ছিল না? আদিতে কালো--এর উত্তর দেওয়া খুব কঠিন। এ বিষয়ে আমার গ্রন্থে লিখেছি তবে এর ঘনত্ব ছিল, যদি বিগ ব্যাং থেকেও থাকে পদার্থ ছাড়া আর কিছু ছিল না । ৫.১ ইনটু টেন টু দ্য পাওয়ার ৯৭ কেজি/মি টু দ্য পাওয়ার ত্রি যা প্লাঙ্ক ঘনত্বের ১০ গুন বেশি। বিগ ব্যাং এর আগে কি ছিল, কোথা থেকে পদার্থ এলো? এর উত্তর কেউ দিতে পারেননি।

গতবছর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী পেনরোজ বলেছেন--মহাবিশ্ব সৃষ্টি রহস্য বিগ ব্যাংএর অনেক আগের কথা। ব্ল্যাক হোল থেকে সৃষ্টি হয়েছে মহাবিশ্ব। আসলে কালো গহ্বর কি? এ এমন এক কৃষ্ণ গর্ত যার অভ্যন্তরের কথা সম্পূর্নভাবে জানা সম্ভব নয়। এখানের অভাবনীয় আকর্ষন, সকল কণা সমূহকে নিজেদের মধ্যে অতি ক্রিয়া করতে বাধ্য হয়। প্রথমে ব্ল্যাক হোল তৈরি হয়নি। যখন কোন পদার্থ ছিল না, তখন ছিল শুধু কালো কণা। অসংখ্য কালো কণা অতি ঘনত্বের জন্য যখন নিজেদের মধ্যে টানাটানির করছিল, তখন অকল্পনীয় শক্তির উৎপত্তি হয়েছিল। কালো কণা থেকে উৎপন্ন শক্তিকে ব্ল্যাক এনার্জি বলতে পারি। এই শক্তি তৈরি হবার সাথে সাথে তৈরি হয়েছিল মাধ্যাকর্ষন শক্তি। প্রচন্ড দাপুটে গ্রাভিটেশানাল এনার্জ তখন ব্ল্যাক এনার্জির সাথে ক্রিয়া করে তৈরি করেছিল এক একটি আলোর কণা বা লাইট পার্টিকল বা ফোটন কণা। এইসব সংঘটিত হয়েছিল হিরণ্য গর্ভে, হিরণ্য গর্ভ মানে সৃষ্টি গর্ভ।কিন্তু অকল্পনীয় কালো কণা সমূহ এক সাথে এক স্থানে ঘনীভূত হয়ে কুন্ডলী পাঁকিয়ে বিশাল সুড়ঙ্গ তৈরি করবার মধ্য দিয়ে কালো শক্তিকে দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে মহাকর্ষ বলের সাথে পাঁক খাইয়ে , প্রচন্ড তাপের সাথে সৃষ্টিকে সক্রিয় রেখেছিল এবং আজও এই ক্রিয়া মহাবিশ্বে সৃষ্টিরত। এখানে যে ধরনের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল তাকে বিশাল একটি ব্ল্যাক হোল বলা যায়। এরপর কালো কণা থেকে উৎপন্ন আলার

কণাগুলো নানারকম প্রাথমিক কণা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রাথমিক কণাগুলো হলো-- ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন এবং বহু ধরনের কণা যা একটা পরমানু কণা তৈরি করতে পেরেছিল। অসংখ্য পরমাণু কণা মিলে ধারাবাহিকভাবে তৈরি করে ছিল হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, লিথিয়াম ইত্যাদি পদার্থসমূহকে। এরাই এক একজন বিভিন্ন পদার্থের সাথে ক্রিয়া করে তৈরি করেছিল অনু নামক যৌগ কণাকে। যেমন দুটি হাইড্রোজেন এবং একটা অক্সিজেন মিলে হয়েছে এইচ টু ও বা জল নামক পদার্থ। এভাবে সমস্ত পদার্থ তৈরি হয়েছিল। এই পদার্থগুলো এক একটা গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে বিদ্যমান। নক্ষত্র মানে জ্বলন্ত একটা পিন্ড। আগুনের গোলা। এই আগুন ধীরে ধীরে ঠান্ডা হলে নিঃস্প্রভ বস্তুতে পরিণত হয় । কোটি কোটি গ্রহের জন্ম হয়েছে এইভাবে। তারপর থেকে এই ক্রিয়া চলতে মহাবিশ্বে। এ বড় জটিল কর্ম যজ্ঞের কান্ডকারখানা। এখানো বিজ্ঞানীরা এই নিয়ে চিন্তিত।

মহানির্বান তন্ত্রের তৃতীয় অধ্যায় মহাদেব দুর্গাকে বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টি নিয়ে বলছেন--১)বিশ্ব ব্রহ্মান্ড চার পর্যায়ে সৃষ্টি হয়েছে। অদৃশ্য বা অনাদিশক্তি। এই শক্তিকে আদ্যাশক্তিও বলা হয়। মায়ের এই রুপ আদ্যাশক্তি তমোগুণ সম্পন্ন(ব্ল্যাক এনার্জি)। কিন্তু অঘটনপটীয়-- মায়া দ্বারা পরিকল্পিত এই জগৎ ব্রাহ্মনের বিবর্ত্ত স্বরুপ এবং এটি দ্বিতীয় সৃষ্টি যা মানসী সৃষ্টি নামে পরিচিত।

এতমোগুনা আদ্যাশক্তিতে বিকৃতি প্রাপ্ত হতে শুরু করে এবং এক বস্তু হতে অন্য বস্তু উৎপন্ন হতে থাকে অর্থাৎ রূপান্তর ঘটতে থাকে এবং এটাকে পরিণামসৃষ্টি বা তৃতীয় সৃষ্টি বলে। মহত্ব থেকে অহঙ্কার তত্ব এবং অহঙ্কার তত্ব থেকে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হতে পঞ্চভুতের উৎপত্তিই এই তৃতীয় সৃষ্টির অর্ন্তগত। বিজ্ঞানীরা এটিকে অনু সৃষ্টির নামে অভিহিত করেছেন।

আজকের দিনে অনুতো অনেক বড় কথা। একদিন যা ছিল কল্পনার বাইরে। ইলেকট্রন অতি ক্ষুদ্র কণা। এর চাইতে অনেক গুনে ছোট কণার সন্ধান চলছে। যেমন আলোর একটি কণা নিয়ে কম গবেষণা হয়নি। তবুও বিজ্ঞানীরা এর সঠিক ওজন বের করতে পারেননি। সৃষ্টির আদি শক্তির এক সুন্দর উদাহরন আলো। কালো থেকে উৎপন্ন আলো মহাশক্তির আদি। মহামায়ার অন্য এক রুপ। আমরা মহামায়ার পুজা করি।তার রুপ দর্শনে আপ্লুত হই। যা অনুভবের দোরে ভাবান্তর ঘটায়, অথচ বর্হিপ্রকাশে অপারগ, সেখানে ঈশ্বর শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। মহামায়া মানে মাতৃ রুপ-- সকল সৃষ্টির মধ্যে মা এর উপস্থিতি।

(লেখক শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া শরৎ পল্লীর বাসিন্দা একজন বিজ্ঞানী ও কবি)

মর্ত্যের দুর্গারা আঁধারেই থেকে যায় ---

সজল কুমার গুহ (শিবমন্দির, শিলিগুড়ি)

১৪২৮ এর কালি পুজো সমাগত। আশা করি দুর্গা পুজোর মতো কালি পুজোতেও প্রকৃতি স্বাভাবিক থাকবে। অবশ্যই মেনে চলতে হবে করোনার নিয়মনীতি। দুর্গা ও লক্ষী পুজোর পরপরই কালি মায়ের পুজো হয় নিষ্ঠার সঙ্গে। মায়ের কাছে আমাদের প্রার্থনা থাকে যেন আমরা সন্তানসন্ততি নিয়ে সুখে শান্তিতে থাকতে পারি। সব মায়েদের মতোই দেবী দুর্গা, লক্ষী, কালি সবাই চান তাদের সন্তান মানে আমরা যেন সুখে শান্তিতে থাকতে পারি, অন্যের দেখভাল করার চেষ্টা করি। কেউ যেন কষ্ট না পাই শুধু শুধু। বাস্তবে তা হয় না, ধনী দরিদ্রের মধ্যে ফারাক থেকেই যায়। এক শ্রেণীর মানুষ মহানন্দ মহাসুখে থাকে আবার একটা বড় শতাংশ দুঃখ কষ্ট এমনকি অনাহার অনিদ্রায় দিনাতিপাত করে। এদের সাহায্যে অনেকে এগিয়ে আসে সহযোগিতার হাত নিয়ে। তবুও ওদের কষ্ট দূর হয় না।

ইদানীংকালের বেশ কয়েকটি ঘটনা আমার মনকে নাড়া দিয়েছে সেই অনুভূতি থেকে একটু অন্য ধরনের কিন্তু বাস্তব চিত্র তুলে ধরলাম পাঠকদের জন্য যদি আরো বেশি মানুষ ওদের কষ্ট বোঝে।

'কাকু, তুমি যে প্লেনে গেলে ভয় লাগেনি?'কখনো আবার আকাশে উড়োজাহাজ দেখে গিন্নীকে বলছে, 'কাকু বোধহয় ওই প্লেনে আছে। 'এমন সব ছোট ছোট কথামালা তিথিদের। হ্যাঁ, সারাদিন বাড়ি বাড়ি কাজ করে ছেলেমেয়ে এমনকি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বামীদের ভাতের জোগাড়শুধু নয় বাড়ি ভাড়া গুনতে হয় তিথিদের। তিথিদের স্বামীরা কেউ ঘর সামলায়, কেউ নেশা করে ঘরে রাস্তায় পড়ে থাকে, কেউ আবার কারনে অকারনে মারধর করে তিথিদের। কারণ পুরুষ বলে কথা। ভাবটা এমন যে বউ না পেটালে কিসের স্বামী? কখনো সখনো পুলিশের হাতে ধরা পড়লে এ সাহসী(?) স্বামীদের তিথিরাই ছাড়িয়ে আনে। কেউ আবার ছেড়ে চলে যায় অন্য কোনো তিথির ঘর ভেঙে। উৎসব, দুর্গা পুজো ওদের কাছে তেমন কিছু না, যে বাড়িতে সারা বছর কাজ করে পুজোর সময় কিছু বোনাস হিসাবে

With Best Compliments From

CELL : 9434377698

GOPAL PRAMANIK

গোপাল প্রামাণিক

কার্যকরী সভাপতি

শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি

সকলকে শুভ দীপাবলীর শুভেচ্ছা ঃ

নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

সাধারণ সম্পাদক

হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি

শিলিগুড়ি

বাড়তি পেলেই খুশি। ওরা ছেলেমেয়েদের কিছু নতুন জামাকাপড় কিনে দিতে পারবে সেই আনন্দে। কোন জন্মের পাপ কিনা জানে না ওরা, জানে জীবন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে অন্তত ছেলেমেয়েদের মুখ চেয়ে।

ওরাতো দুর্গা, সেই অর্থে ভাবে কেউ ওদের জন্য। ওদের বেশিরভাগেরই আধার কার্ড, রেশন কার্ড ইত্যাদি থাকে না যদিও তারা সত্যিকারের ভারতীয়। তাই ওদের ব্যাঙ্কের ধনজন যোজনার অন্তর্গত এ্যাকাউন্ট থাকে না যার ফলে সরকারি সাহায্য পায়নি। কারো স্বামী পরিযায়ী হওয়ার ফলে নিয়মিত আয় থেকে বঞ্চিত মাসের পর মাস। সেই অর্থে সরকার, দল, নেতা , মন্ত্রী, হবু নেতা তেমন কেউ ভাবে না এই অবহেলিত দুর্গাদের জন্য। তাদের সারা জীবন কাটে প্রদীপের আলোর নিচে, আলো দেখতে পায় না মোটেই।

কখনো সখনো তিথিরা লালসার শিকার হয় কাজের বাড়িতে বা অন্য কোনো জায়গায়। স্বামীর মারের ভয়ে ওরা কখনো আশ্রয় নেয় যে বাড়িতে কাজ করে সেখানে বা অন্য কোনো জায়গায়, কিন্তু তাতেও শান্তি নেই অপদার্থ স্বামী বৌ এর খোঁজে বেরিয়ে পড়ে কারণ নয়তো খাওয়ার জুটবে না যে। কখনো আবার তিথিরা স্বামীর সন্দেহের শিকার হয়ে মারও খায়, অসুস্থ হয়ে পড়ে, কিন্তু অদ্ভুতভাবে তিথিরা সেই অপদার্থ স্বামী অসুস্থ হলে নিজেরা ওই অপদার্থদের বাঁচাতে নেমে পড়ে। মা দুর্গা আসেন প্রতিবছর, হই হুল্লোড় হাসি আনন্দে রসেবসে চলি বেশিরভাগ। কিন্তু তিথিরা যেই তিমিরে সেই তিমিরেই।

গত কয়েকবছরে বাড়িতে কাজের লোক রান্নার লোকেদের অবস্থা ও সমস্যা দেখে শুনে এইলেখা। এদের অবস্থা কবে বদলাবে,সমস্যার সমাধান কবে হবে কেউ জানে না, বাস্তবে সেই অর্থে কেউ ভাবেও না, কেউ ভাবে ওদের ভোটটা পেলেই হবে। কেউ ভাবে যত কম খরচে যাতে ওদের সেবা পাই এমনই অনেক বিষয়,সমস্যা সমাধানের নামগন্ধ নেই।

পুজো উৎসবের এই আবহে চলুন না ওদের নিয়ে ভাবি একটু। সহযোগিতার যতটা সম্ভব হাত বাড়িয়ে দিই আমরা।

(লেখকের বাড়ি শিলিগুড়ি শিবমন্দিরে, তিনি আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতির শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক)

তাঁরা পীঠ ভ্রমন

অর্পিতা দে সরকার

জয় মা তাঁরা, জয় বাম দেব----

এতদিন শুনে এসেছিলাম-- মা না ডাকলে নাকি তারাপীঠে পা রেখে মাকে দর্শন করা যায় না। মা ডাকবেন, যাবার সৌভাগ্য হয়ে যাবে। হঠাৎ সরকার মশাইয়ের (আমার স্বামী রানা দে সরকার) ফোন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাড়াতাড়ি তৈরি হও, তারাপীঠ যাবো। আমার স্বপ্ন পূরনের হাতছানি। তড়িঘড়ি রওনা হয়ে পড়ি মা তারার দর্শন করার উদ্দেশ্যে।

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার অন্তর্গত তারাপীঠ। শিলিগুড়ি থেকে চার চাকায় ভর করে তারাপীঠের উদ্দেশ্যে রওনা হই। প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম বহু কাঙ্খিত মা তারার মন্দিরে। পথে ফারাক্কাতে রাত্রিযাপন। তারপর ২ অক্টোবর ভার পাঁচটা ত্রিশ মিনিটে ফারাক্কা থেকে রওনা দিয়ে প্রথমে রামপুরহাট, অপরুপ গ্রামের পরিবেশ। ধানক্ষেত, বাঁশবন, পুকুরের সারি। হাঁসেদের মেলা, কাশ ফুলের সমারোহ। রাস্তা জুড়ে আকন্দ ফুলের গাছ আরও কত কি। রামপুরহাট থেকে তারাপীঠ এর দূরত্ব প্রায় ন-কিলোমিটার। পথে অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে অবশেষে পৌঁছে গেলাম মায়ের মন্দির।মাকে ভোগ নিবেদন এবং ২০১ জনের দুপুরের খাবারের ভান্ডারা আয়োজন করেছিলেন সরকার মহাশয়(আমার পতিদেব)। মায়ের পুজোর শেষে আমি ও সরকার মশাই সিদ্ধ পীঠ তারাপীঠ এর

চাতালে সকলের সাথে মিলেমিশে প্রসাদ গ্রহন করি। এরপর মনে আনন্দ নিয়ে মায়ের রুপ দর্শন। সুন্দরভাবে পুজো দেওয়ার পর দর্শন করতে যাই তারাপীঠ মহাশ্মশান। মুন্ড মালী মায়ের ঘাট ও মন্দির দর্শনের পর অবশেষে চলে এল ফেরার পালা। মা তাঁরার কাছে মন ভরে বলে এলাম, সবাইকে ভালো রেখো মা। সবার দুঃখ দুর্দশা তুমি কাটিয়ে দাও, মায়ের মন্দিরে প্রণাম সেরে মাকে বললাম-- মা, আবার ডেকো।

শক্তি পীঠ, তাঁরা পীঠ দর্শন ও পুজো দিতে পারা সৌভাগ্য পেয়ে সত্যিই আমি খুব আনন্দিত। আবার মাকে দেখতে যাবো, এই আশা রেখে আমি আমার লেখা শেষ করছি।

জয়মা তারা, জয়বামদেব-- প্রণাম

(লেখিকার বাড়ি শিলিগুড়ি দেশবন্ধু পাড়াতে, তিনি একজন সঙ্গীত শিল্পী ও নৃত্য শিল্পী। তাছাড়া খবরের ঘন্টার নিয়মিত সংবাদ পাঠিকা)

এসো মা

অদিতি পি চক্রবর্তী

(চেক পোস্ট, ভক্তিনগর থানার পিছনে---সঙ্গীত শিল্পী)

মহাকালের মনমোহিনী
কালী কৈবল্য দায়িনী,
আদ্যাশক্তি উগ্রচন্ডা
দেবী নৃমুন্ড মালিনী।
এলোকেশী দিগম্বরী
খড়্গাহস্তা, চতুর্ভূজা,
লোলজিহ্বা, ত্রিনয়নী
পরমেশ্বরী, দেবী কালিকা।
কণ্ঠে দোলে জবাব মালা
আলতা মাখা চরণ,
সোনার নুপুরে মধুর ধ্বনি
দোলায় যে ত্রিভুবন।
পদতলে যার লুটায় পতি
দেবী মহাদেব প্রিয়া,
রক্ত জবার মালা গলে
অপরুপা দেবী মহামায়া।
নাও গো ভক্তি
মা দাওগো শক্তি,
ঘুচাও ত্রিতাপ জ্বালা,
এসো এসো মা করুণাময়ী
সাজাই পুজোর থালা।
ও কালো রুপের আলোয়
আঁধার কেটে যায়
আমি মনে মনে ডাকি মাকে
আকুল যে হৃদয়।

CA. GHANASHYAM MISHRA
F.C.A. Grad C.W.A. DISA (ICAI)
Chartered Accountant

Partner
SAHA & MAJUMDER
Chartered Accountant

Office :
"Nirmala Bhawan"
Hill Cart Road, Siliguri
Darjeeling, WB-734001
Phone : +91-0353-2432278

Residence :
Majumder Colony
Mahananda Para
Siliguri-734001
Darjeeling (W.B.)

Mobile : +91-94343-08147

e-mail : gmishra11@yahoo.com

সকলকে দীপাবলীর আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা :-
মোবাইল ঃ ৯৮৩২৪৭৫৬৪৮

সঞ্জীব শিকদার
পুজোর দিনগুলিতে সকলে ভালো থাকুন
শিলিগুড়ি

সকলকে দীপাবলী ও ছট পুজোর শুভেচ্ছা

আমায় দে মা পাগল করে ...

আমার চেতনা চৈতন্য করে ..

আমি মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানিনে..

দোষ কারো নয় গো মা...

মা গো আনন্দময়ী...

মায়ের পায়ের জবা..

সকলই তোমার ইচ্ছা

... কালী মায়ের এই পুজো ও দীপাবলী উপলক্ষ্যে সকলে ভালো থাকবেন। সকলের ঘরে আলো জ্বলে উঠুক। মা সকলকে ভালো রাখুন।....

উত্তম কুমার সাহা

মাঁতারা ডিস্ট্রিবিউটার্স

সূর্যনগর, শিলিগুড়ি।

কালোর আলো!!

বাবলী রায় দেব

'কালী কালো কৃষ্ণ কালো, দুয়ে করে জগৎ আলো।'

আমাদের জীবনের বৈচিত্র্যতায় বৈপরীত্য সদ্য বিদ্যমান। কালোর পরেই আলোক ফোটে তার প্রমাণ রাতের শেষে দিন আসে। নিম্ন থেকে উচ্চতর যে কোনো প্রানী ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে পর্যন্ত থাকে মাতৃজঠরের ঘন ঘোর কালো অন্ধকারের কোমল আচ্ছাদনে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পার্থিব জগতে সূর্যালোকের সংস্পর্শে এসে পায় অমৃতের সন্ধান। সুখ-দুঃখ , হাসি-কান্না, ভালো-মন্দয় মেশানো এই জীবনে সেই একই নিয়ম খাঁটে। শুরু থেকে শেষ, জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত পরিচালিত হয় হীরকাঙ্গুরীর প্রভাবে।

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের আগে কিংবা পরে সূর্যের এক ফালি সৌরকিরণ যখন চাঁদের ছায়ার আড়াল থেকে উঁকি দেয়, দেখে মনে হয় উজ্জবল এক হীরের আংটি জ্বল জ্বল করছে, তার ঐশ্বরীয় ছটায় মন পুলকিত হয়ে ওঠে, হৃদয়ে সঞ্চার করে এক অপার আনন্দ। গ্রহনের কালিমা কেটে আলোর রেখা প্রস্ফুটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় জীবনে কালোর পাশাপাশি আলোর গুরুত্ব। ঠিক তেমনি অজ্ঞানতার ঘনঘোর অন্ধকার কাটিয়ে জ্ঞানের প্রাপ্তি হতেই খুলে যায় মনের বন্ধ দুয়ার, মেলে আলোর সন্ধান। এখানেই অভয়দায়িনী, দুর্গতিনাশিনী দুর্গার কোমল রুপের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটে মা কালীর করাল ভয়াল ভয়ংকরী সংহারকারিনী কালো রুপের। সে কারণেই দুর্গার বিসর্জনের পর পরই রব ওঠে---যে পথে গিয়েছে উমা,/সে পথেই ফিরবে শ্যামা!

কে এই শ্যাম এবং শ্যামা, কি তাঁদের রুপের মাহাত্ম্য যাঁদের জন্য আকুল হয়ে অপেক্ষা করেন বিশ্ববাসী!

যাঁদের ঘিরে এই ভবসংসারের তরী বয়ে চলে--

কি আছে তাঁদের ওই কালোরুপে!!

বৃহদ্ধর্ম পুরাণে শ্যামার উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে---

প্রজাপতি দক্ষ এবং রানী প্রসূতির কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে আদি পরাশক্তি সতীরুপে তাঁদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। দক্ষকন্যা দাক্ষায়নী সতী ছিলেন দক্ষের তেইশতম কন্যা। শৈশব থেকে নারদ মুনির কাছে শিবের গুণকীর্তন শুনে শুনে দেবী সতী শিবকেই তাঁর স্বামীরুপে বরণ করতে আগ্রহী হলেন। শয়নে, স্বপনে কেবল শিবের নামেই বরমালা গাঁথেন। শিবের কৃপা লাভের জন্য রাজকীয় সুখ, ঐশ্বর্য্য ছেড়ে অরণ্যে গেলেন তপস্যা করতে। শিবকে পাওয়ার আশায় তপস্যীর বেশে শুরু করলেন কঠোর তপস্যা। আহার ছেড়ে একটিমাত্র গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারন করতে লাগলেন। সেজন্য তাঁর নাম হলো অপর্ণা।

শিব চিন্তায় বিভোর সতী এরপর শুরু করলেন পঞ্চতপা ব্রত। প্রচন্ড গরমে চারদিকে চারটি অগ্নিকুন্ড জ্বালিয়ে মাঝখানে উপবেশন করে মাথার ওপর অগ্নি বর্ষনকারী সূর্যকে সাক্ষী রেখে দিনরাত শিবনাম জপ করতে লাগলেন। তাঁর তপস্যার জোরে শিবের ধ্যান ভাঙলো। তিনি সতীর সামনে আবির্ভূত হলেন। সতীকে কঠোর তপস্যারত দেখে তার কারণ জানতে চাইলেন। উত্তরে সতী জানলেন শিবকে পতিরুপে পাবার আশায় তাঁর এই ব্রত। সতীর নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব সম্মতি দিয়ে অন্তর্হিত হলেন।

এদিকে মেয়ের মনের কথা জানতে পেরে দক্ষ তাঁকে শিবকে

দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্য কল্পে গঠিত
Dream Haven Public charitable Educational Trustসংস্থা আপনার
সহানুভূতিপূর্ণ অনুদান ধন্যবাদসহ গ্রহণ করবে।
Donation is Exempted U/S 80G
Vide order No. 80G/cit/slg/tech/2010-11 dt. 19-8-2010
approved from 07--12-2009
visit : www.dreamhaven.in (Phone : 0353-2526076)
'মুকুন্দ মালঞ্চ', ১৮ রাসবিহারী সরনি, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি
দুঃস্থরা আবেদন করতে পারেন

বিবাহ করার মনোবাঞ্ছা ত্যাগ করতে বললেন। শ্মশানবাসী বাউন্ডুলে শিব কোনো কালেই দক্ষের পছন্দের তালিকায় ছিলেন না। তিনি সতীকে পাত্রস্থ করার জন্য স্বয়ংবর সভার আয়োজন করলেন। স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত কাউকেই সতীর মনে ধরলো না। চোখ বন্ধ করে তিনি মহাদেবকে স্মরণ করতে লাগলেন। চোখ খুলে দেখলেন সামনে দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং শিব। প্রাণের মানুষকে সামনে পেয়ে সতী তার গলায় দিলেন বরমালা। দক্ষের ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে শিবকে স্বামীরূপে গ্রহন করে সতী চললেন কৈলাসে। প্রজাপতি দক্ষ কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন-- কৈলাশপতির হাত ধরে খুশি মনে তাঁর ঘরে যাচ্ছেন আদরের কনিষ্ঠা কন্যা সতী। ক্ষোভে, অপমানে, ক্রোধান্বিত দক্ষ কন্যা এবং জামাতাকে অপমানিত করার জন্য আয়োজন করলেন এক মহাযজ্ঞানুষ্ঠান। শিব-সতীকে বাদ দিয়ে ত্রিভুবনের সকল মুনি ঋষি , দেবদেবী, যক্ষ-রক্ষ, গন্ধর্ব-ক্ষত্রিয়দের নিমন্ত্রিত করা হলো সেই যজ্ঞে।

নিমন্ত্রণ পেয়ে নারদ গলেন কৈলাসে। তাঁর মুখে পিতৃগৃহে

যজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে শুনে শিশুসুলভ আচরণে পিতৃগৃহে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলেন সতী।

'দেবদেব মহাদেব, ত্রিকালজ্ঞ মহেশ্বর!/করুণাকর দেবেশ!ভক্তানুগ্রহকারক।।'

দেবাদিদেব মহাদেব ত্রিকালজ্ঞ। তিনি ভালোভাবেই জানতেন এই যজ্ঞের পরিণতি। সতীকে বোঝাবার চেষ্ট করলেন। যজ্ঞস্থলে সতী উপস্থিত হলেই দক্ষ শিবনিন্দা শুরু করবেন এবং সতী স্বামীনিন্দা সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করবেন বলে শিব তাঁকে অবগত করালেন কিন্তু সতী নাছোড়বান্দা। তাঁদের কথোপকথন একসময়ে কলহে পর্যবসিত হলো। স্বামীর অনুমতি আদায়ের জন্য সতী তাঁর আদি পরাশক্তির আশ্রয় নিলেন।

তৃতীয় নয়ন থেকে ক্রমাগত অগ্নি নির্গত একের পর এক মূর্তি ধারণ করতে লাগলেন সতী। প্রথমেই মা কালীর বিকটরুপ ধারণ করে শিবের সামনে দাঁড়ালেন। সতীর ওই ভয়াবহ কালোরুপ দেখে স্তম্ভিত শিব পলায়নে উদ্যত হলে সতী মা তারার রুপ ধরে শিবের রাস্তা আটকালেন। শিব পালানোর জন্য অন্য পথ ধরলে সতী ষোড়শী রুপ ধরে শিবের সে পথও আটকালেন। এভাবে একে একে সতী কখনও ভৈরবী কখনও ভুবনেশ্বরী কখনও ছিন্ন মস্তা , কখনও ধূমাবতী কখনও বগলা, মাতঙ্গী এবং কমলাকামিনীরুপ ধরে দশ দিক থেকে দশরুপে শিবকে ঘিরে ধরলেন। দেবী সতীর দশটি ভিন্ন ভিন্ন রুপে বিস্মিত শিব জানতে চাইলেন সতীর এই দশটি রুপের রহস্য। সতী একে একে তাঁর এই দশ রুপের মহিমা বর্ণনা করলেন। আদায় করে নিলেন পিতৃ গৃহে যাওয়ার অনুমতি। সতীর এই দশরুপকে একত্রে বলা হয় দশমহাবিদ্যা।

‘ কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।/ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা। /বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা। /এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যা প্রকীরত্তিতাঃ’। ’

সংস্কৃত শব্দ দশমহাবিদ্যা শব্দ গুচ্ছে মহা শব্দের অর্থ হলা মহৎ এবং বিদ্যা শব্দের অর্থ হলো রুপ, জ্ঞান এবং বুদ্ধি। দেবীর দশটি রুপ বোঝাতে মহাবিদ্যার আগে দশ সংখ্যাবাচক শব্দটি ব্যবহার করা হয় সেই সঙ্গে উন্মোচিত হয় কালীর উৎপত্তির রহস্য।

সতীর দশমহাবিদ্যার প্রথম রুপ কালী বা কালীকা নামের উৎস কাল শব্দ। আবার কালো শব্দের উৎপত্তিও হয় কাল শব্দ থেকে। কাল একদিকে যেমন নির্ধারিত সময় বোঝায় তেমনি নির্দেশ করে

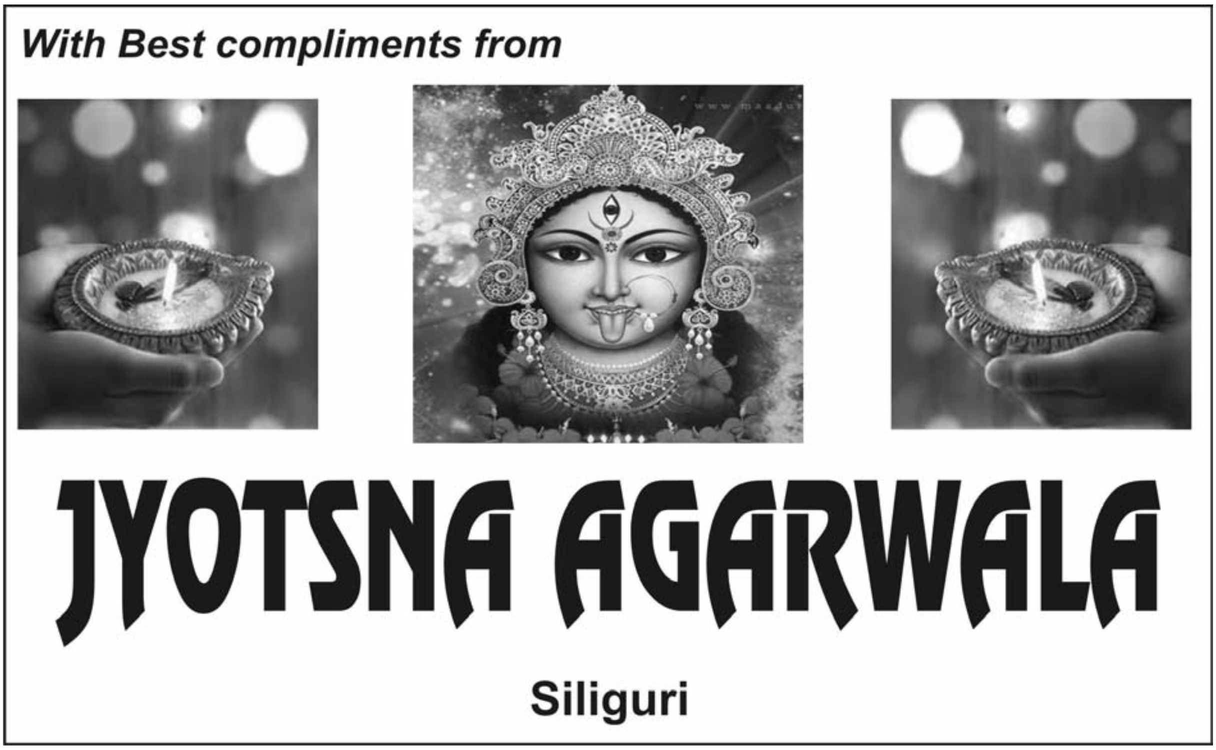

মৃত্যুকে। আর মৃত্যুর দেবতা হলেন শিব। দেব শিবহীন হলেই জীব শবে পর্যবসিত হয়। অন্যদিকে অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে যিনি কলন করেন তিনি হলেন মহাকাল আর মহাকালের নিয়ন্ত্রক শক্তি হলেন মহাকালী। কালী শব্দটি কাল শব্দের স্ত্রী লিঙ্গ যার অর্থ বা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বা কালো। সরলবাক্যে কালের পত্নী হলেন কালহরনী কালী, তার সপক্ষে শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে উল্লেখ রয়েছে-- ‘ কাল শিবহ, তস্য পত্নী কালী’ অর্থাৎ কালরুপী শিবের পত্নী হলেন কালী। সেই কালো কালী সতীরুপে শ্মশানবাসী শিবকে করে তোলেন গৃহবাসী।

দেবী দুর্গার স্নেহময়ী জগদজননী রুপের ঠিক বিপরীত ভয়াল ভয়ঙ্কর রুপ হলেন মা কালী। অথচ উভয়েই দেবী সতীর অংশ। সময় হলে বা প্রয়োজনে স্নেহময়ী জননী যে কত ভয়ঙ্করী হয়ে উঠতে পারেন তার প্রমান সতীর এই কালীরুপ। সেই জন্যে তিনি কাল হরণী এবং এখানেই দেবী কালীর কালো রুপের মাহাত্ম্য।

কালো এমন এক রং যা সব রংকে হরণ করে। কালো কর্তৃত্বের অধিকারী এক শক্তিশালী রঙ যার দ্বারা মন্দ, মৃত্যু, হিংসা-দ্বেষ-ভয়, অসুস্থতা, পরিশীলিতা, বিচ্ছিন্নতা,জাদু বিদ্যা, রহস্য, শোক, দুঃখ, পীড়ন প্রভৃতি বিষয় এবং তার ভাবকে প্রকাশ করে। কালোর মধ্য দিয়ে মৃত্যু ভয় , অন্ধকারাচ্ছন্ন, বিশ্বাসঘাতকতা প্রকটিত হয়। কালো এমন একটি রঙ যাকে শয়তানের প্রতীক বলে মনে করা হয়। কালো সমস্ত অশুভ শক্তির প্রতীক। সেই কালো সমস্ত অশুভ শক্তিকে নিজ অঙ্গে ধারণ করে আমাদের জীবনে যিনি ঔজ্জ্বল্যের ছটা বিকিরন করেন তিনি কখনও কৃষ্ণ কখনও কালীরুপে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হন। সমস্ত গরল নিজ কণ্ঠে ধারণ করে নীলকণ্ঠ যেমন দেন অমৃতের আড়ক তেমনি সমস্ত অশুভ শক্তি শুষে নিয়ে কৃষ্ণ এবং কালী আমাদের দেন সুরক্ষার মোড়ক। সেজন্যই সাধক রামপ্রসাদ বলতে পেরেছেন--‘ডুব দে রে মন কালী বলে, মিলবে রতন ফলে ফলে। ’

জগৎপিতা ব্রহ্মার সৃষ্টিতত্বে পুরুষ এবং প্রকৃতির যথার্থ উপস্থিতি দেখা যায় শ্যাম এবং শ্যামার মধ্যে যাদের আমরা শ্রীবিষ্ণু এবং দেবী পার্বতীর আদি শক্তি দেবী ভগবতীর মধ্যে পাই। শ্যাম এবং শ্যামা

‘তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম
নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমানিশীথিনী-সম ।।’

শ্যামাপুজো ও দীপাবলির এই পুণ্য আলোকে আমরা তোমাকে স্মরণ করছি--

প্রশান্ত বোস

তোমায় আমরা ভুলছি না। তোমার সমাজসেবা ও পরিবেশপ্রেম সবসময় আমাদের হৃদয়ে।

এবারও শ্যামাপুজোর মণ্ডপ চত্বরে
পরিবেশ সচেতনতার প্রচার ।

সদস্যবৃন্দ, যুব সংঘ ,হায়দরপাড়া
বিবাদী সরনি, শিলিগুড়ি।

উভয়েই কালো । উভয়ের এক পুরুষ এবং অপরজন প্রকৃতির প্রতীক। পুরুষ যদি সৃষ্টির রুপকার হন তবে প্রকৃতি তার শক্তি। পুরুষ স্থির প্রকৃতি চঞ্চলা তার প্রমাণ দেবাদিদেব মহাদেব একোমদ্বিতীয় এবং সতী বিভিন্ন রুপে প্রতীয়মান হন বারবার। শ্যাম এবং শ্যামায় আবর্তিত ইহ জীবনের সৃষ্টিকর্তা যদি ব্রহ্মা হন তবে তার নিয়ন্ত্রণকর্তা হলেন দেবাদিদেব মহাদেব।

প্রখ্যাত বৈষ্ণব আচার্য শিরোমনি ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী তাঁর জগত জননী কালী মাতা তত্বে বলেছেন, যঃ গৌর সৈব কালী স্যাৎ যা কালী গৌর এর সঃ।। অর্থাৎ যে গৌরাঙ্গ সেই কালী, যে কালী সেই গৌরাঙ্গ।। আবার, অন্য একটি শাস্ত্রে মতে--কলৌ কৃষ্ণ কলৌ কৃষ্ণা জাগ্রত পন্নগী।।অর্থাৎ কলি কালে কৃষ্ণ এবং কালী জাগ্রত। কালীর বীজ মন্ত্র ক্রীং এবং কৃষ্ণের বীজ মন্ত্র ক্লীং। উভয় বীজ মন্ত্রের অর্থ একই। সুতরাং কালী এবং কৃষ্ণ উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। তার প্রমান পাওয়া যায় মুন্ডমালাতন্ত্রে। গুহ্যাতিগুহ্য তন্ত্র মতে দেবী সতীর দশমহাবিদ্যাই হলেন শ্রীবিষ্ণু দশাবতারের উৎস। আদি শক্তি দেবী সতীর দশটি রুপ পরবর্তীতে শ্রীবিষ্ণুর দশাবতারে প্রথিত হয়েছিল এই রুপে-- কালী-কৃষ্ণ, তারিণী-রাম, কালী-কুর্ম্ম, ধূমাবতী-মীন, ছিন্নমস্ত-নৃসিংহ, ভৈরবী-বরাহ, সুন্দরী-জামদগ্ন্য,ভুবনেশ্বরী-বামন, কামল-বুদ্ধ, দুর্গা-কল্কি।

মুন্ডমালা তন্ত্র ভিন্ন অন্য একটি মতে মহাবিদ্যার সংখ্যা সাতাশ যেখানে দুর্গা, কামাখ্যা ও অন্নপূর্ণাকেও মহাবিদ্যার অন্তর্গত ধরা হয়েছে।

মালিনী বিজয় গ্রন্থ মতে, সতীর দশমহাবিদ্যা হলেন যথাক্রমে--কালী, নীলা, মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তিকা, বাগ্বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যাবাসিনী, বালা, মাতঙ্গী ও শৈলবাসিনী।

দেবী সতীর দশ মহাবিদ্যার মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর দশাবতারের সমাবেশে ফুটে ওঠে সৃষ্টি তত্বের মাহাত্ম্য। শ্রীবিষ্ণুর দশটি অবতার যেমন এককোষী জীব থেকে বহুকোষী জীবের উত্তরণে প্রতিটি দশাকে নির্দেশ করে তেমনি দেবী পার্বতীর দশটি রুপের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় নারী দশাবস্থা। এখানেই শ্যাম-শ্যামার জয়জয়কার। জয়জয়কার গৌর-গৌরীরও কারণ দেবী সতীর দশমহাবিদ্যা এবং শ্রীবিষ্ণুর দশাবতার আলোকিত করে বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্বকে।

মা কালীর উৎপত্তি সম্পর্কে দশমহাবিদ্যা ছাড়াও আরো ভিন্ন মতামত রয়েছে। কালিকাপুরাণ মতে মাতঙ্গ মুনির আশ্রমে দেবতাদের স্তবে তুষ্ট হয়ে দেবী ভগবতী আবির্ভূতা হলে তাঁর শরীর থেকে কৃষ্ণ বর্ণা তেজস্বিনী যে দেবী নির্গতা হয়েছিলেন তিনিও কালী নামে পরিচিতা। শ্রী শ্রী চন্ডী অনুসারে দৈত্য সেনাপতি শুম্ভ ও নিশুম্ভের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে দেবতারা দেবী ভগবতীর বন্দনা করলে দেবী গৌরীর দেহ থেকে নির্গত হলে গৌরীর গৌড় বর্ণ কৃষ্ণ বর্ণে পরিণত হয়।তখন তাঁর নামকরণ হয় কালী।

সকলকে দীপাবলীর আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা :-

আত্মা ও মন

(গাণিতিক বিশ্লেষন)

প্রকাশিত

আত্মা ও মনের অস্তিত্ব সম্পর্কে পৃথিবীতে
এই প্রথম বাংলা ভাষার কোনও বই প্রকাশিত হল।

প্রকাশক ঃ কর্পোরেট পাবলিসিটি
লেখক ঃ নির্মলেন্দু দাস
(শরৎ পল্লী, শিলিগুড়ি)

এছাড়াও মা কালীর উল্লেখ পাওয়া যায় অথর্ব বেদ এবং কথকগ্রাহ্য সূত্রে। অন্যদিকে ঋগ্বেদে উল্লেখ রয়েছে, দেবতা অগ্নির সাতটি লেলিহান জিহ্বার একটি হল কালী যার সঙ্গে বর্তমানের কালীর কোনো মিল পাওয়া যায় না। কালীর বর্তমান রুপের উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারতের সুপ্তিকা পার্বণে যেখানে পাণ্ডব সৈন্যদের স্বপ্নে তিনি কাল রাত্রি রুপে দেখা দিয়েছিলেন। ভদ্র কালীর অস্তিত্বও স্বীকৃত হয়েছে মহাভারতেই।

ষষ্ঠ শতাব্দীর গ্রন্থ দেবী মাহাত্ম্যমে মা কালীকে মহাশক্তির একটি রুপ হিসাবে বর্ণনা করা হচ্ছে। রক্ত বীজ নামক এক অসুরকে বধ করার পর নরসিংহী, বৈষ্ণবী , কুমারী, মহেশ্বরী, ব্রাহ্মী, বরাহী, ঐন্দ্রি ও চামুন্ডা-- এই আটটি রুপ ধারণ করেন কালী যাদের একত্রে মা কালীর অষ্টমাতৃকা রুপ বলা হয় । তন্ত্র পুরানে দেবী কালীর একাধিক রুপভেদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

তোড়লতন্ত্র অনুসারে , কালী আট প্রকার যথা-- দক্ষিণকালিকা, সিদ্ধকালিকা, গুহ্যকালিকা, শ্রীকালিকা, ভদ্রকালী, চামুন্ডাকালিকা, শ্মশানকালিকা ও মহাকালী।

মহাকাল সংহিতার অনুস্মৃতিপ্রকরণে নয় প্রকার কালীর উল্লেখ আছে, যথা দক্ষিণাকালী, ভদ্রকালী, শ্মশানকালী, কালকালী, গুহ্যকালী, কামকলাকালী, ধণকালিকা, সিদ্ধিকালী, সিদ্ধকালী, চন্ডিকাকালিকা। অভিনব গুপ্তের তন্ত্রালোক ও তন্ত্রসার গ্রন্থদ্বয়ে কালীর তেরোটি রুপের উল্লেখ আছে, যথা --সৃষ্টিকালী, স্থিতিকালী, সংহারকালী, রক্ত কালী, যমকালী, মৃত্যুকালী, রুদ্রকালী, পরমার্ককালী, মার্তন্ডকালী, কালাগ্নিরুদ্রকালী, মহাকালী,মহাভৈরবঘোর ও চন্ডকালী। জয়দ্রথ যামল গ্রন্থ অনুসারে মায়ের বিভিন্ন রুপগুলি হলো--ডম্বরকালী, রক্ষাকালী, ইন্দীবরকালিকা, ধনদকালিকা, রমণীকালিকা, ঈশানকালিকা, জীবকালী, বীর্যকালী, প্রজ্ঞাকালী ও সপ্তার্নকালী।

‘ ওঁ করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম। /কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুন্ডকালাবিভূষিতাম।।/সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ খড়্গবামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাম।/অভয়াং বরদাঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধঃপাণিকাম।।/ মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব

দিগম্ববরীম।/কণ্ঠাবসক্তমুন্ডালীগলদ্রুধির চির্চ তাম। /কর্নাবতংসতানীতশবযুগ্মভয়ানকাম।।/ঘোরদ্রংষ্টাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম।/শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মখীম।।/সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাম।। /বালার্ক মন্ডলাকার লোচনত্রিতয়ান্বিতাম।।/দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপী-মুক্তালম্বিকচোচ্চয়াং।/শবরুপ-মহাদেবহৃদয়ো-পরিবংস্থিতাম।। /শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাম।/ মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম ।।/সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাম। এবং সঞ্চিন্তেয়ৎ কালীং সর্বকাম-সমৃদ্ধিদাম।।'--- তন্ত্রে বর্ণিত মা কালীর ধ্যানমন্ত্র থেকে বোঝা যায় মায়ের রুপ কত ভয়ংকর!! করালবদনা ঘোরা কৃষ্ণবর্ণা, মুক্তকেশী মা চতুর্ভুজা যিনি দিব্যজ্যোতি সম্পূর্ণা মুন্ডমালা ধারিনী। তাঁর বাঁ দিকের নিচের হাত থেকে ঝুলছে সদ্যচ্ছিন্ন মুন্ড এবং উপরের বাম হাতে ধরা আছে খাঁড়া। ডানদিকের উপরের হাতে অভয় দিচ্ছেন, নিচের হাতে ধারণ করে আছেন বরমুদ্রা। মায়ের গায়ের রঙ কালো মেঘের মত শ্যামা। তিনি দিগম্বরী অর্থাৎ বস্ত্রহীনা। গলার মুন্ডমালা থেকে বেরিয়ে আসা রক্তে তাঁর দেহ রঞ্জিত এবং দুটি শবশিশু তাঁর কর্ণভূষণ। নিজের করাল দন্ত দিয়ে নিজের জিভ কামড়ে ধরে আছেন যেখান থেকে মৃদু হাসি উঁকি দিচ্ছে আর মুখ থেকে নেমে আসছে রক্তের ধারা। তাঁর এহেন মুখমন্ডলে বিরাজ করছে অনন্ত কোটি সূর্যের তেজ। অতিশয় ক্রোদ্ধান্বিতা , ভয়ংকর নাদকারিণী, তিন চক্ষুর অধিকারীনি সকালের সূর্যের মতো লালপ্রভময়ী দেবী শবরুপী মহাদেবের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন যার চারদিকে চিৎকাররত শিয়ালের দল ঘোরাফেরা করছে। মহাকালের সাথে বিপরীতরাতুরা । প্রসন্নময়ী দেবীই আবার মোক্ষদায়িনী এবং ইচ্ছাপুরণকারিণী। এহেন করালবদনা ভীতিপ্রদকারী ভয়াল মা কালীর আরাধনা করার সাধ্যি কার আছে, যাকে দেখে স্বয়ং ভগবান পলায়নে উদ্যত হন! !সেজন্য আগে ঘরে কালী পুজো নিষিদ্ধ ছিলো। মূর্তি স্থাপন করে পুজো করার পরিবর্তে তাঁর আরাধনা করা হতো ঘট কিংবা শিলাখন্ড স্থাপন করে এবং আরাধনার স্থান নির্ধারিত হতো শ্মশান, নদীতীর, রাস্তার মোর কিংবা গভীর জঙ্গলে যা দেবীর

With Best Compliments From

Biplab Sarkar

Ph. : 9832370563

NEW FRIENDS WATCH CO.

WATCH REPAIR & SERVICE

(SONATA, TITAN, ROMEX & SONA etc.)

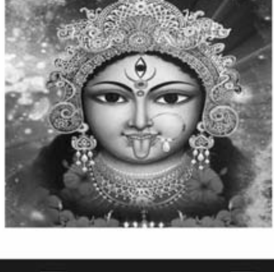

Below Laptop Bazar, Panitanki More
Ghori More, Sevoke Road, Siliguri-1

থান নামে পরিচিতি ছিল। শাস্ত্রে বর্ণিত মা কালীর ভয়াবহ রুপের সঙ্গে বর্তমানে পূজিতা মায়ের রুপের বিস্তর ফারাক। ঐতিহাসিক তথ্য বলছে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কালিকা মঙ্গল কাব্যে প্রথম কালী পুজোর উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই থেকে অনুমান করা হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত কালী পুজোর প্রচলন ছিল না। সেই সময় শ্রীচৈতন্যের ভক্তি রসে বিভোর বাংলার বিখ্যাত তন্ত্র সাধক ছিলেন কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ।

‘ এবার সাকার রুপে দেখা দাও মা, মূর্তি গড়ে তোমার অর্চনা করি’ তন্ত্রসার গ্রন্থের প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের করুণ আর্তি মা ফেলতে পারেননি, স্বপ্নাদেশ দিলেন--মহানিশার অবসানে প্রাতঃমুহূর্তে সর্বপ্রথম যে নারী মূর্তিদর্শন করবেন সেই মূর্তিই হবে ইচ্ছাময়ীর যথার্থ সাকার মূর্তি। ভোর হতেই কৃষ্ণানন্দ বেরিয়ে পড়লেন গঙ্গাস্নানে। গোপ পল্লি দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎই তাঁর নজরে পড়লো এক গোপবঁধূ। গায়ের রঙ কালো কিন্তু তাতে কি অপরুপ লাবণ্য!! কৃষ্ণানন্দ দাঁড়িয়ে গেলেন। ডান পা সামনে বাড়িয়ে কর্মব্যস্ত বঁধূটি তখন নিবিষ্ঠ মনে ঘুঁটে দিচ্ছেন। বাঁ হাতে এক তাল গোবর, ডান হাতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঘুঁটে দিচ্ছেন। পিঠ জুড়ে ঘন কালো আলুলায়িত কুন্তলরাশি কোমর ছাপিয়ে হাঁটু ছুঁই ছুঁই। পরনে খাটো বস্ত্র, বসন আলুথালু, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, কনুই দিয়ে ঘাম মুছতে গিয়ে সিঁদুর লেপ্টে গিয়ে যেন তৃতীয় নয়ন এঁকে দিয়েছে। এহেন অবস্থায় কৃষ্ণানন্দকে দেখে লজ্জায় জিভ কাটলেন সেই বঁধু-- দৃশ্যটি মানসপটে গাঁথা হয়ে গেল কৃষ্ণানন্দর। গঙ্গামাটি নিয়ে মূর্তি গড়তে বসে গেলেন তিনি। ইষ্টদেবী কালিকার অধর রুপটিকে স্মরনে এনে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে গ্রাম্যবঁধুর সেই অপরুপ ভঙ্গিমাকে দিলেন মূর্তির আদল, তৈরি করে ফেললেন মা কালীর মৃন্ময়ীরুপ। কৃষ্ণানন্দের তৈরি মায়ের সেই মৃন্ময়ীরুপই আজ ঘরে ঘরে দক্ষিণাকালীরুপে পূজিতা হন। করালবদন মা ভয়ঙ্করী কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের হাতে হয়ে উঠলেন ‘করুনাময়ী মা জগদজননী।’ কার্তিক মাসের দীপান্বিতা অমাবস্যার দিনে ছোট আকারের কালীমূর্তি নির্মান করে রাতেই পূজা শেষে ভোরে বিসর্জন দেওয়ার প্রথা তিনিই প্রবর্তন করেছিলেন যদিও

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

BASU DUTTA

FAL BAZAR ROAD, GHOGOMALI, SILIGURI

সে সময় তাঁর এই কর্মকান্ডকে আগমবাগীশি কান্ড বলে ব্যঙ্গ করা হতো। আজও তাঁর পূজিতা দেবী আগমেশ্বরী মাতা নামে প্রতি বছর নবদ্বীপে পূজিতা হন। ইতিহাসবিদদের মতে, বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রক্ষাকালী, শ্মশানকালী, রটন্তীকালীসহ সমস্ত লৌকিক দেবীকে একত্রিত করে কালীমূর্তির বর্তমান রুপকারও হলেন কালী সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাশয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার নবদ্বীপে প্রথম কালীপুজোর প্রচলন করেন রাজাকৃষ্ণচন্দ্র। তাঁর হাত ধরে এই পুজো ছড়িয়ে পড়ে সারা বাংলায়। উনিশ শতকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র এবং বাংলার কিছু বিখ্যাত মানুষ সম্মিলিতভাবে এই পুজোকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেন। তন্ত্র সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের জন্যই শ্মশানবাসিনী কালী আজ আমাদের ঘরের শ্যামা।

এখানেও বৈচিত্র্যে তার বৈপরীত্য লক্ষনীয় । যে নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধাম সেই নবদ্বীপেই প্রতিষ্ঠা হয় ইচ্ছাময়ীর প্রথম প্রাণ। শ্যাম-শ্যামার সহাবস্থান এখানেও দর্শনীয়। অবক্ষয় এবং অবনমনের কালো ছায়ায় আবৃত্ত মন এবং মননের কালিমাকে হরন করে জীবনকে যাঁরা আলোকিত করার জন্য তাঁদের আরাধনায় মেতে ওঠা বিশ্ববাসী ঘর নগর সাজিয়ে তোলেন আলোকমালায়। অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনের পথ প্রদর্শক যদি জগদপিতা শ্যাম হন তবে সেই জীবনের রক্ষাকর্ত্রী হলেন মমতাময়ী মা শ্যামা। তাঁদের মধ্যেই বিরাজ করেন রক্ত মাংসে গড়া প্রতিটি ঘরের পিতা ও মাতা। জীবন-মনের কালিমাকে সমর্পণ করে ইহকালকে আলোকোজ্জবল করার জন্য যাঁদের মায়ায় আবিষ্ট মন ধুমধাম করে আলোর উৎসব পালিত করে, সেই মন কিভারে ভুলে যায় রক্তমাংসে গড়া, ঘরের কোণে পড়ে থাকা সেই মা-বাবার কথা -- এখানেও সেই বিপরীতমুখী চিন্তাধারা!!

কারাগারের অন্ধকারই হোক অথবা অশুভ শক্তি বিনাশের জন্যই হোক, শ্যাম এবং শ্যামার উত্তরণ হয়েছে কিন্তু কালো কালের মায়া থেকেই। সেই কালো কালের মায়া কাটিয়ে জগতকে আলোকিত করার মধ্য দিয়ে তাঁরা দিয়ে গেছেন এক বিশ্বাস-- যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।/অভ্যুত্থানমর্ধমস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম।।/পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতীম।/ ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

এবারের শারদোৎসব কালিমালিপ্ত। মা গিয়েছেন ভক্ত কাঁদিয়ে।

সকলকে শুভ দীপাবলির আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

উৎপল সরকার
মৌমিতা সরকার
কোয়েল সরকার
অনির্বান সরকার

দীপাবলির পুণ্য আলোকে
সকলে অন্তরের
আলোকে আলোকিত হউক

সরকার পাড়া, সেভক রোড, শিলিগুড়ি

অবক্ষয়ের কালো পথ ধরে কান্নাভেজা চোখ মোছাতে কালহরনী আসছেন মহাকালকে সঙ্গে নিয়ে। কালো রাত্রির ছায়া কাটিয়ে আলোর আহ্বানে তাঁর শ্রীচরণে জানাই প্রণাম--‘ওঁ জয়ন্তী মঙ্গলা কালী

ভদ্রকালী কপালিনী,/ দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমস্ততে।’(

লেখিকার বাড়ি শিলিগুড়ি সুভাষ পল্লীতে। লেখিকা বাবলী রায়দেবের প্রথম উপন্যাস অ্যানি ফিরে যাও যা গতবছর কলকাতা বইমেলায় উন্মোচিত হয়েছিল তা পাঠক মনে জায়গা করে নিয়েছে একটি ব্যতিক্রমী উপন্যাসের জন্য। সাপকে কেন্দ্র করে বইটির মুখবন্ধ লিখেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রী অমর মিত্র মহাশয়। শিলিগুড়িতে গতউত্তরবঙ্গ বইমেলায় বিশিষ্ট জনদের হাত ধরে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রজ্জ্বালিকা প্রকাশিত হয়েছে। বাবলীদেবীর বইগুলো পাঠক মনে জায়গা করে নিয়েছে তাঁর অসাধারণ লেখনীর জন্য। তাঁর লেখায় রয়েছে গভীরতা এবং গবেষনাধর্মী এক মন খুঁজে পাওয়া যায়।)

With Best Compliments From :~

Cell : 9832406788
9434221175

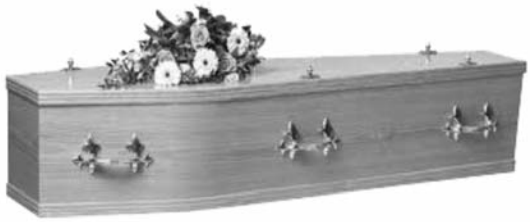

LAST HONOUR

(COFFIN BOX)

SHAKTIGARH
ROAD NO. 2, SILIGURI

সকলকে শুভ দীপাবলির প্রীতি ও শুভেচ্ছা ---

লক্ষন সাহা

(সম্পাদক)

সকলের কাছে বিশেষ আবেদন---- সবাই মেনে চলুন করোনা বিধি। মুখে বেঁধে রাখুন মাস্ক, ব্যবহার করুন সাবান স্যানিটাইজার এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন। ভিড় এড়িয়ে চলুন।

শিলিগুড়ি সুকান্ত স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব
সুকান্ত নগর অটো স্ট্যান্ড, শিলিগুড়ি

HAPPY DEWALI GREETINGS

PRATIK MEDICO

POLY CLINIC

CHEMIST & DRUGGIST

PHYSICIAN, DIABETOLOGIST

Dr. Shankha Sen

MD, Medicine (Gold Medalist)

GYNAECOLOGIST &
INFERTILITY SPECIALIST

Dr. Sailesh Roy

DGO, MS (ONG), FICOG, FICS, FMAS

NEURO PSYCHIATRIST

Dr. Arunava Dutta, MD

NEUROLOGIST

Dr. Swayam Prakash, MD, DM

Dr. Tanmoy Pal, DA, MD, DNB

45, HILL CART ROAD, OPP. HOWRAH PETROL PUMPS, SILIGURI -734001
Ph. 0353-2431528, Cell : 98323-84924, 98326-53589

দায়িত্ব

রিয়া মুখার্জী
(শিলিগুড়ি)

দীপাবলীর নানান সাজে রয়েছে যে ঘর ভরে,
নানান রকম মন্ডা মিঠাই সাথে নানান উপহার,
মা ডাকছেন ওরে দুষ্টু ছুটে আয় দেখ এসেছে কত লোকজন,
ছোট্ট দুষ্টুর চোখ যেন আর চায় না কাউকে দেখতে,
ছোট্ট দুষ্টুর মন চায় যে ঠাম্মি-ঠাকুরদার কোলে উঠতে,
বাপি যে বলেছেন তারা গেছে অনেক দূরে,
আসবে না কোনদিন আর দুষ্টুর কাছে ফিরে,
এত খুশির মাঝে দুষ্টুর মনটা বড়ই দুঃখী,
ঠাম্মি-ঠাকুরদা থাকতে দুষ্টু হতোই না কত খুশি
ঠাম্মির কোলে চড়ে খেত নারু আর মোয়া,
কত প্রদীপ জ্বলতো ঘরে দুষ্টুর হত কত উপহার পাওয়া,
তা যেন আজ কিছুই নেই না আছে কোনো সুখ,
আছে অনেক উপহার কিন্তু নেই মনে সেই খুশির আবেগ,
দুষ্টুর মা ডেকে উঠলো ওরে দুষ্টু ছুটে আয় চল না ঘুরতে যাই,
দুষ্টুর যেনো মনই চায় না আর কিছু করতে
তবুও যে যেতে হবে ঠাকুরখানি দেখতে,
ঠাকুর দেখতে গিয়ে মন্ডপে পড়ল দুষ্টুর চোখ
ওমা একি ঠাম্মি ঠাকুরদা তবে কি দুষ্টুর চোখ দেখছে ভুল,
মা বাপি না বলেছিল ঠাম্মি ঠাকুরদা গেছে দূরে চলে,
তবে এরাকে যে দাঁড়িয়ে আছে ওই দূরে,
দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল তাদের দেখে দুষ্টু,
কেঁদে উঠল বৃদ্ধ-বৃদ্ধা জোরে জড়িয়ে ধরে তাকে,
বলল মা তুই এখানে কবে থেকে তো বাবাকে
বলেছিলাম একটুখানি দেখাতে,
দুষ্টু বলল ঠাম্মা ঠাম্মা একি তোমার অবস্থা,
তুমি কেন আসো না বাড়িতে থাকো আমার থেকে দূরে,
আমি আর দুষ্টুমি করবো না দুষ্টু দিচ্ছে তোমায় কথা,
তবুও দুষ্টু থেকে দূরে থেকে তোমরা দিওনা আমায় ব্যথা,
এইভাবে অনেক পরিবার ফেলে আসা নিজের মা বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে,
তারা আদৌ কি জানি উৎসবের সুখ সবার সাথে,
বাবা মা যেমন সন্তানের দায়িত্ব নেয় তেমন
প্রতিটি সন্তানের নিজের দায়িত্ব পালন করা উচিত,
প্রতিটি বাবামায়েরা বৃদ্ধাশ্রমে না নিজের ঘরেই ঠাঁই হোক।

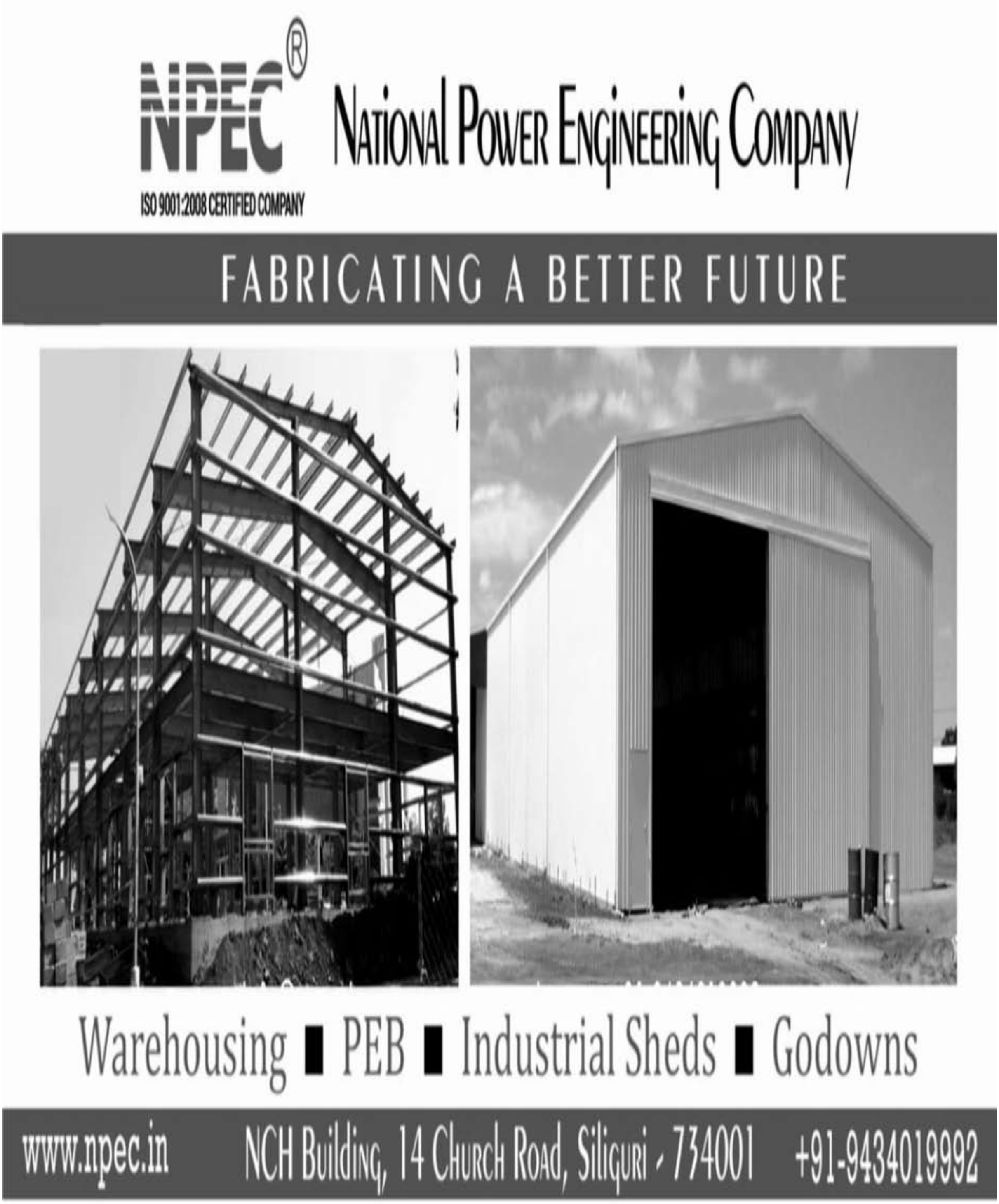
NPEC®
ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY
National Power Engineering Company
FABRICATING A BETTER FUTURE
Warehousing ■ PEB ■ Industrial Sheds ■ Godowns
www.npec.in
NCH Building, 14 Church Road, Siliguri - 734001
+91-9434019992

দুর্গেশনন্দিনী

সুশ্বেতা বোস
(আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি)

মহাপ্রলয়ের রাত্রিই মহারাত্রি। মাঘ থেকে আষাঢ় এই ছয় মাস দেবতাদের দিন, আর শ্রাবণ থেকে পৌষ দেবতাদের রাত্রি। পরব্রহ্মের ঘোর অন্ধকার রাত্রি আর ব্রহ্মময়ী মাকে তাঁর শক্তি বলে ধরা হয়। 'কৃত্বা মূর্তি মহী মহীম' (চন্ডী-১৩-১০)।চন্ডীতে বর্ণিত আছে যে রাজা সুরথ ও বৈশ্যসমাধি মেধা ঋষির আদেশে মৃন্ময়ী প্রতিমা গড়ে মায়ের পূজা করেছিলেন। ঋষি বলেছিলেন(চন্ডী-১৩/৫) ' তামুপৈহি মহারাজ! শরণং পরমেশ্বরীম।/ আরাধিতা সৈব নাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা।'

অর্থাৎ যে মাতৃশক্তির আরাধনা করলে ভোগ, মুক্তি ও স্বর্গলাভ অনিবার্য। আপনারা সেই দুর্গতিনাশিনীর পূজা করুন। এটিকে বলা হয় কালের পূজা। আর তিথি অনুযায়ী দক্ষিনায়নে পড়ে শরৎকাল। এ সময়ে দেবী থাকেন নিদ্রিতা। তাঁকে জাগাতে হলে করতে হয় বোধন। তাই এসময়েই পূজার নাম অকালের পূজা বা অকালবোধন। শ্রীরামচন্দ্র এ সময়েই করেছিলেন বোধন পর্বে মায়ের বন্দনা রাবন বধের উদ্দেশ্যে। বসন্তকাল যেহেতু উত্তরায়নের মধ্যে পড়ে এ সময়ে দেবী থাকেন জাগ্রতা। তাই এ সময়ে দেবীকে জাগাতে বোধন লাগে না। কিন্তু অকাল বোধন হলেও শরৎকালের পূজাই শারদীয়া মহাপূজা বলে প্রসিদ্ধ জগত সংসারে। সূর্যকে বলা হয় পিতৃস্বরুপ দাতা এবং মেদিনীকে বলা হয় মাতা স্বরুপ গ্রহিতা। মানব জাতির রক্ষার্থে মেদিনী দুর্গস্বরুপ। আর এই দুর্গের রক্ষাকর্তা হলেন দুর্গেশনন্দিনী মা দুর্গা। লীলাময়ী মা দুর্গেশনন্দিনী প্রয়োজনে বুক দিয়ে সন্তানদের রক্ষা করেন আবার প্রয়োজনে ধ্বংসোন্মুখ হয়ে শান্তিও প্রদান করেন। মায়ের শাসনই আলাদা। চন্ডীতে বলা হয়েছে--'যাচ স্মৃতা তৎক্ষামেবহন্তি নঃ/সর্ব্বপদো ভক্তিবিনম্রমূর্ত্তিভিঃ।।'(চন্ডী৫/৮২)

অর্থাৎ মানুষ যদি ভক্তি বিনম্র হয়ে রক্ষাকর্ত্রী জগন্মাতাকে স্মরণ করে তবে তৎক্ষণাৎ মা সেই সন্তানকে রক্ষা করতে উদ্যত হন। সহশ্রনয়নধারিণী সেই মাকে আমরা বার বার নমন করি।।

করোনা বিদায় নেয়নি

সতর্ক থাকুন

ডাঃ জি বি দাস

সকলকে শুভ দীপাবলি। বিগত দুবছর ধরে ভারত সহ গোটা বিশ্ব যে সমস্যায় ভুগছে তা হলো করোনা। বহু মানুষের প্রাণ চলে গিয়েছে। বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বহু মানুষ করোনা থেকে সেরে উঠলেও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার জেরে অন্য সমস্যায় ভুগছেন। করোনা এক ভয়াবহ অবস্থা তৈরি করেছে মানব জীবনে। বহু কলকারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠান উঠে গিয়েছে। অনেক মানুষ বেকার হয়ে গিয়েছেন। তবু করোনা দমে যায়নি। রক্ত বীজের মতো। একটি থেকে আরেকটি তার মিউটেশন হয়ে গিয়েছে। মানুষ বা চিকিৎসাবিজ্ঞান সেই অনুযায়ী মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছে এই সময়। বিজ্ঞানীরা দিনরাত গবেষণা করে রাতারাতি অনেক টিকা আবিস্কার করেছেন। টিকার জেরে অনেক মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। এখন আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষেরই দুটি ডোজ টিকা শেষ হয়েছে। যদিও আরও অনেক বাকি টিকাকরন। তবে টিকার সুফল যেটা আমরা দেখছি, তা হলো টিকার পর অনেকের করোনা সংক্রমন ভয়াবহ হচ্ছে না। পরিস্থিতি বিচার করে আমরা বলতেই পারি যে করোনাকে অনেকটাই দমিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। যদিও এখনও করোনা পুরোপুরি বিদায় নেয়নি। তাই আতঙ্কিত না হয়েই এর সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে আরও কিছুদিন। যেমন মাস্ক অবশ্যই পড়তে হবে। ভিড়কে এড়িয়ে চলতে হবে। স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে বা সাবান দিয়ে হাত পরিস্কার করতে হবে। অন্তত পুরোপুরি করোনা বিদায় না নেওয়া পর্যন্ত আমাদের এই করোনা বিধি মেনে চলা দরকার। বিশেষ করে আমি বলবো, উৎসবের দিনগুলোতে সতর্ক থাকা বেশি দরকার। দুর্গা পুজোর পর করোনা সংক্রমন কিন্তু অনেকটা বেড়েছে। এখন দীপাবলি বা কালি পুজো রয়েছে। এই সময়ও ভিড় এড়িয়ে চলা দরকার। নাহলে করোনা কিন্তু আবারও তার শক্তি বৃদ্ধি করে যাবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। করোনা শুরু হওয়ার পর থেকেই আমরা আমাদের শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়ার নিউ রামকৃষ্ণ সেবা সদনে করোনা সতর্কতার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছি পুরোদমে। রোগী দেখা থেকে শুরু করে অন্য সব কাজেই আমরা করোনার বিরুদ্ধে লাগাতর প্রচার চালিয়ে গিয়েছি। বহু মানুষকে আমরা সচেতন করেছি। এখনও তা অব্যাহত রয়েছে। আমরা চাই সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

(লেখক শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি শিলিগুড়ি আশ্রমপাড়া পাকুড়তলা মোড়ে নিউ রামকৃষ্ণ সেবা সদনের প্রধান কর্ণধার)

হায়দরপাড়ায় যুব সংঘের পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ি হায়দরপাড়ার বিবাদী সরনি বাইলেনে যুব সংঘের সদস্যরা এবারও মহাশক্তির আরাধনায় ব্রতী হয়েছেন। এবারে সেই ক্লাবের পুজো ৪১তম বর্ষে পদার্পন করছে। ক্লাবের পুজো কমিটির সভাপতি গৌতম ঘোষ, সম্পাদক তরুন সাহা, সহসভাপতি গৌতম গোস্বামী, যুগ্ম সম্পাদক সঞ্জীব পাল এবং প্রবীর পাল। কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় ঘোষ। ক্লাবের অন্যতম কর্মকর্তা সুজিত ঘোষ ওরফে বাপি। কালীপুজোকে সামনে রেখে প্রতিবছরই এই ক্লাব বিভিন্ন রকম কর্মসূচি গ্রহন করে থাকে। এবারে করোনা সতর্কতার জন্য অনেক কর্মসূচি বাতিল করতে হয়েছে। তবে অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। তার সঙ্গে রয়েছে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি। বিতরন করা হবে মাস্কও। এর বাইরে বহু মানুষের মধ্যে খিচুড়ি বিতরন করা হবে। স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির পদাধিকারী তথা ক্লাবের অন্যতম কর্মকর্তা ওরফে সমাজসেবী সুজিত ঘোষ (বাপি) বলেন, তাঁরা সারা বছর ধরেই সামাজিক কাজ করতে ভালোবাসেন। যুব সংঘের তরফে বছরের বিভিন্ন সময় নানারকম সামাজিক কাজ করা হয়। কদিন আগে করোনার জেরে এলাকার সমাজসেবী তথা পরিবেশপ্রেমী প্রশান্ত বোসের মৃতু হলে তাঁকে স্মরন করে তারা সভার আয়োজন করেন। সেই সময় প্রশান্ত বোস স্মরনে বৃক্ষরোপনও করা হয়। অতীতে এই ক্লাবের উদ্যোগে শীতের প্রাক মুহূর্তে দুঃস্থদের মধ্যে কম্বল বিতরন করা হয়েছে। ক্লাবের সদস্যরা বলেন, তারা সমাজের জন্য মানুষের জন্য সবসময় কাজ করতে প্রস্তুত। আসতে করোনার কারনে কিছু নিয়ম মেনে চলতেই হচ্ছে। তাই অনেক কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে।

শ্যামা পুজোর আগেই অন্নপূর্না পুজো করি

চৈতালী ব্যানার্জী
(দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি)

সকলকে শুভ দীপাবলির শুভেচ্ছা। দীপাবলি ও কালী পুজোর এই সময় আমরা মা অন্ন পূর্নাদেবীর পুজো করে আসছি শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়া এলাকাতে। সূর্য্যসেন কলোনির কাছে। মুভি ক্রাফট মিডিয়া লাইন প্রডাকশনের উদ্যোগে ওই পুজো হয়ে আসছে। আসলে আমার স্বামী বাবলু ব্যানার্জীর নাম আপনারা সকলে শুনে থাকবেন। তিনি মুভি ক্রাফট মিডিয়ার প্রধান কর্ণধার। উত্তরবঙ্গে ফিল্ম ট্যুরিজম বিকাশের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছেন আমার স্বামী। আমরা তাঁকে সবসময় সঙ্গে থেকে উৎসাহিত করছি। আমার স্বামীর বাপের বাড়ি বেনারসে। সেখানে তাদের বাড়িতে এই সময় বহু বছর ধরে মা অন্নপূর্না দেবীর পুজো হয়ে আসছে। সেই পুজোই আমরা করছি শিলিগুড়িতে। এবার নিয়ে শিলিগুড়িতে এই পুজো ছয় বছরে পা দেবে। চারদিন ধরে পুজো হয়। এবারে ২ নভেম্বর থেকে শুরু হবে পুজো। ২ নভেম্বর দুপুরের পর থেকে শুরু হবে পুজোর আয়োজন। তা চারদিন ধরে চলবে। মা অন্নপূর্নাদেবীর চার হাত, তাঁর সঙ্গে শিব থাকেন। দেবী দুর্গার মতোই দেখতে তিনি, দেবী দুর্গারই আরেক রুপ বলা যায়। পুজোতে বিভিন্ন রকম মিস্টি নিবেদন করা হয় মায়ের মূর্তির সামনে, তার সঙ্গে অবশ্যই চাল ডাল নিবেদন করা হয়। চারদিন ধরে পুজোর পর যজ্ঞ হয়। শেষ দিনে গরিব দুঃখীদের জন্য লঙ্গর খোলা হয়। সেই লঙ্গরে দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে বিলি করা হয় খিচুড়ি প্রসাদ। প্যান্ডেল তৈরি করে ঢাক সহযোগে নিষ্ঠা সহকারে মা অন্নপূর্নাদেবীর পুজো হয়। মায়ের কাছে সকলের সুখ শান্তি, সমৃদ্ধির প্রার্থনা করা হয়।

(লেখিকা শিলিগুড়ি সূর্য্যসেন কলোনির মুভি ক্রাফট মিডিয়া অনলাইন প্রডাকশনের অন্যতম পরিচালিকা)

জয় মা কালীর জয়

সঞ্জয় চক্রবর্তী
(পুরোহিত, বিধান রোড, শিলিগুড়ি)

সকলকে শুভ দীপাবলি ও কালী পুজোর শুভেচ্ছা। যিনি কালোর সঙ্গে রমন করেন তিনিই কালী। কালী মা আদ্যাশক্তি। আদ্যাশক্তি হলেন লীলাময়ী। সৃষ্টি , স্থিতি প্রলয় করেছেন যিনি, তিনিই কালী। কালী আবার ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। সব বস্তু একই। তিনি নিষ্ক্রিয়, একই ব্যক্তি নাম রুপভেদে আলাদা। তিনি নানা ভাবে রয়েছেন। তিনি মহাকালী, তিনি নিত্য কালী, তিনি শ্মশান কালী, তিনি ব্রহ্মকালী, তিনি শ্যামা কালী। মহাকালী, নিত্য কালীর কথা তন্ত্রে লেখা রয়েছে। যখন সৃষ্টি হয়নি, চন্দ্র সূর্য গ্রহ পৃথিবী ছিল না, যখন ছিল নিবিড় আঁধার , তখন মা নিরাকার, মহাকালী। মা মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন।

শ্যামা কালীর আবার কোমল, নমনীয় ভাব। বরাভয় দায়িনী। গৃহস্থ বাড়িতে তারই পুজো হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প , অনাবৃষ্টি , অতিবৃষ্টি হয় তখন রক্ষাকালীর পুজো করতে হয়। আবার শ্মশানকালী হল উগ্রমূর্তি। শব শিবা, ডাকিনীযোগিনী মধ্যে শ্মশানের

ওপর থাকে। রুধির ধারা, গলায় মুন্ডমালা,কটিতে নরহস্তের কোমরবন্ধ--যখন জগৎ নাশ হয় তখন মহাপ্রলয় হয় ।তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নীর কাছে যেমন ন্যাতাকাতার হাড়ি থাকে আর সেই হাড়িতেই গিন্নী পাঁচরকম জিনিস তুলে রাখেন।

কালী কি কালো? দূরে তাই কালো---- জানতে পারলে কালো নয়, যেমনভাবে আকাশ দূর থেকে নীল, কিন্তু কাছে গেলে কোনো রং নেই। সমুদ্রের জল দুর থেকে দেখে নীল মনে হয়, কাছে গিয়ে সমুদ্রের জল হাতে তুলে নাও দেখো কোনো রং নেই। এই হচ্ছে মায়ের লীলা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তেমন কথাই বলেছেন।

সকলকে আমি শুভ দীপাবলির শুভেচ্ছা জানাই। কালীপুজোর এই সময় সবাই করোনা বিধি মেনে চলুন। সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন।

মুক্তকেশি মা

সঞ্জীব সাহা
(হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি)

মা তোর রুপের ছটা দেখে মরি,
আঁধার কালো রঙের মাঝে এত রুপ মা কোথা পেলি
স্বর্গ মর্ত পাতাল মাগো পরে আছে তোর ওই চরনে।
তবুও কেন বিবসনা তুই বসন নেই মা তোর পরনে।
হাড়ের মালা গলায় দিয়ে নেচে বেড়াস শ্মশান ভূমে।
তুই না মাগো মহামায়া জগৎ জুড়ে শুধু তোরই মায়া,
মুক্ত কর মা মুক্ত কেশী এ ভব সংসারের তুচ্ছ কায়া।
এই পৃথিবী জরাজীর্ণ দুঃখ ক্লেশ ভরা,
তুই যে মা গো দয়াময়ী শোক তাপ হরা।
তাই তো মা গো তোরই চরণ করি স্মরণ।
যেতে চাই যে গো মা তোরই কোলে,
অন্তরে প্রেম ভক্তি লয়ে ডাকি তোকে মা মা বলে।

অন্ধকার গ্রাম থেকে উঠে আসা ব্যতিক্রমী আলো শিল্পী

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ কোচবিহারের রসের কুঠি নামে এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে তিনি বহু বছর আগে শিলিগুড়ি শহরে আসেন। তাঁর সেই গ্রামে ছিল না আলো। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে একসময় তিনি শিলিগুড়ি শহরে প্রচুর সংগ্রাম করেছেন। কখনও শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোডের একটি হোটেলে লিফটম্যানের কাজ করেছেন আবার কখনো কোনো স্থানে রাত পাহারার কাজ করেছেন। আজ তিনি নিজেই খুলেছেন প্রতিষ্ঠান। বহু মানুষ তাঁর প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। অন্ধকারে ডুবে থাকা গ্রাম থেকে উঠে এসে আজ তিনি বিভিন্ন স্থানে আলো সাজানোর গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন।

কিছুদিন আগে হলদিবাড়ির বিরাট সেতুতে আলো সাজানোর কাজটি তিনিই করেছেন। আজ ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রাকটর হিসাবে তিনি একটি পরিচিত নাম উত্তরবঙ্গে। আলো শিল্পীও বলা যায় তাকে। শুধু নিজস্ব ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রাকটর হিসাবে নিজের প্রতিষ্ঠান ইলেকট্রোগ্রুপকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজই তিনি করছেন না, সামাজিক ও মানবিক কাজও তিনি করে চলেছেন।রাত-বিরেতে কারও রক্তের প্রয়োজন হলে তিনি তৈরি। লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি ডিগনিটির তিনি প্রজেক্ট ডিরেক্টর। রক্ত দানের ব্যবস্থা করে প্রতিদিন তিনি সামাজিক কাজে অংশ নিচ্ছেন। আবার অসহায় নিপীড়িত মানুষদের জন্য বস্ত্র দানের অনুষ্ঠানও করছেন। আলোর উৎসবের আগে শিলিগুড়ি জ্যোতিনগরের বাসিন্দা সেই অন্যরকম ব্যক্তিত্ব অপূর্ব ঘোষ জানালেন, চারদিকে আলো জ্বালানো মানেই তা আলোর উৎসব নয়। মানুষের বিপদে পাঁসে দাঁড়ানো, মুমূর্ষ মানুষকে রক্ত দান বা মানবিক ও সামাজিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহনই হলো প্রকৃতপক্ষে আলোর উৎসব। চোখ দিয়ে দেখবার জন্যতো আলো প্রয়োজনই কিন্তু সামাজিক ও মানবিক দায়বদ্ধতাই আসল আলোর কাজ। আর সবাই সেই কাজে অংশ নিলেই সার্থক হয় আলোর উৎসব দীপাবলি। অপূর্ববাবুর এই সামাজিক ও মানবিক কাজ সর্বোপরি এগিয়ে যাওয়ার পিছনের বিরাট আলোর শক্তি হিসাবে কাজ করছে স্বামী বিবেকানন্দের বানী।

With Best Compliments From :

CELL. : +91 9733428885
+91 9832457627

ELECTRO GROUP

Electrical Contractar & Order Supplier

BINOY CHOWDHURY SARANI
JYOTI NAGAR, 2ND MILE
SEVOKE ROAD, SILIGURI-734001

Email : electrogroupindia@gmail.com

অনলাইন ব্যবসা ক্ষতি করছে আমাদের

শিবেশ ভৌমিক (বিধাননগর)

সকলকে শুভ দীপাবলির প্রীতি ও শুভেচ্ছা। একটা দুর্যোগ বিশ্ব জুড়েই চলছে। সেই দুর্যোগ হলো করোনা। বহু মানুষের প্রান চলে গিয়েছে। অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এসব যেমন দুঃখজনক তেমনই দুঃখজনক হলো ব্যবসা বাণিজ্যের বেহাল অবস্থা। করোনা ঠেকাতে ধাপে ধাপে বিভিন্ন স্থানে লকডাউন হয়েছে। আর লকডাউন হতে থাকায় ব্যবসা বন্ধ রাখতে হয়েছে বিভিন্ন স্থানে। এই সুযোগে অনলাইনের ব্যবসা বৃদ্ধি পেয়েছে। কথায় কথায় লোকজন আজকাল অনলাইনে সব পন্য বুকিং করছেন। ফলে পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের অবস্থা খুব খারাপ। এখন দোকানপাট খোলা থাকলেও বিক্রি তেমন নেই। খোঁজ নিয়ে জানা যাচ্ছে, অনলাইনের ব্যবসা বৃদ্ধি পাওয়াতে পাড়াতে বা মার্কেটে ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের বিক্রি কমে গিয়েছে। ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের এতে মাথায় হাত পড়ছে। ছোট ছোট ব্যবসায়ীর সংখ্যা চারদিকে প্রচুর রয়েছে। তাদের ওপর তাদের পরিবার নির্ভর করছে। তাই বিষয়টি সরকারতো বটেই সাধারণ মানুষদেরও চিন্তাভাবনা করার জন্য আমি আবেদন করবো। সাধারণ মানুষ যদি অনলাইনে কেনাকাটা একটু কমিয়ে পাড়ার দোকানগুলো থেকে কেনাকাটা শুরু করেন বা একটু মার্কেটে গিয়ে কেনাকাটা করেন তবে খুব সুবিধা হয় সাধারণ ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের। এই খুচরো ব্যবসায়ীর সংখ্যা কিন্তু অনেক। খুচরো ব্যবসায়ীরা এখন গভীর সঙ্কটে। তারা সারাদিন দোকান খোলা রাখছেন। কিন্তু ক্রেতা সেভাবে নেই। সবাই যদি অনলাইনে কেনাকাটা করতে থাকেন, তবে এসব খুচরো ব্যবসায়ী কোথায় যাবেন? দীপাবলির এই সময় দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমি উল্লেখ করতে চাই তা হলো, চিনের আলো বয়কট করুন। ভারতীয় পণ্য ব্যবহার করুন। আগেও আমরা বলেছি, ভারতীয় পণ্য ব্যবহার করুন। ভারতীয় পণ্যের গুনগত মান অনেক ভালো। চিনের পণ্যের গুনগত মান কিন্তু একদম ভালো নয়। আর চিন যদি আমাদের বাজার দখল করার মরীয়া প্রয়াস চালায় তবে আমাদের দেশের উৎপাদিত পণ্যগুলোর কি হবে। চিনের আলো তাই এই সময় বর্জন করুন। ব্যবহার করুন ভারতীয় পণ্য।

সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। কালী পুজোর সময়ও মেনে চলুন করোনা বিধি। করোনা কিন্তু এখনও যায়নি। অথচ বহু মানুষ দেখছি, করোনা বিদায় নিয়েছে বলে মাস্ক খুলে রাখছেন। তারা সামাজিক দূরত্ব রাখার বিষয়টি ভুলেই গিয়েছেন। তাই বিষয়টি আমি আবারও মনে করিয়ে দিতে চাই।

(লেখক শিলিগুড়ি মহকুমার বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি)

পুজোয় প্রচুর পর্যটক এসেছেন

বাপন মন্ডল

সকলকে কালী পুজো ও দীপাবলির শুভেচ্ছা। এবারে পুজোর আগে থেকেই আমরা বলছিলাম, পুজোর মধ্যে অনেক বুকিং আছে। দুর্গা পুজোর সময় আমরা দেখলাম, আশাতীত পর্যটক এসেছেন। কলকাতা এবং তার আশপাশের বহু মানুষ কোনওরকম বুকিং না করেই চলে এসেছেন পাহাড় ভ্রমনে।দার্জিলিং, সিকিমের রাস্তায় এবারে প্রচুর পর্যটকের ঢল নামে। যেহেতু তারা অনেকে বুকিং না করে চলে এসেছেন ফলে তাদের কিন্তু অনেকে কষ্টে পড়েছেন। কেননা যে পরিমান পর্যটক হঠাৎ পুজোর ছুটিতে চলে আসেন সেই পরিমান গাড়ি ছিল না। একই সঙ্গে তাদের থাকার ব্যবস্থাও পর্যাপ্ত ছিল না। এমনও হয়েছে অনেক হোম স্টের মালিক নিজেদের থাকার জায়গা পর্যটকদের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। আবার অনেক পর্যটক হোটেলের রুম না পেয়ে গাড়ির মধ্যেই রাত কাটিয়ে নিয়েছেন। পুজো শেষ হতে না হতেই আবার বিপত্তি ঘটলো বৃষ্টি এবং ধসের জন্য। হঠাৎ ভয়ানক ধস পড়ে রাস্তাঘাট সব বন্ধ হয়ে গেলো। ধস বিপর্যয় কাটিয়ে কালীপুজোর আগে রাস্তাঘাট স্বাভাবিক হয়েছে। কিন্তু কালী পুজোর যে বুকিং হয়েছিল তার অনেকটাই বাতিল হয়ে গিয়েছে। ফলে কালী পুজোতেও আমরা যে অতিরিক্ত পর্যটক আশা করেছিলাম সেখানে কিছুটা হলেও ধাক্কা হয়েছে। তবে সামনে নতুন বছর বা পঁচিশ ডিসেম্বর আমরা আশা করছি, পর্যটকদের একটা ঢল আবারও নামবে পাহাড়ে। আসলে দীর্ঘদিন ধরে ঘর বন্দি থাকতে থাকতে অনেক মানুষ ঘরে থাকতে চাইছেন না। তারা একটু ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে জঙ্গল বা পাহাড়ের মধ্যে নিভৃতে দিন কাটাতে চান। তবে যারাই আসছেন করোন বিধি মেনেই সকলকে ভ্রমনে বের হওয়ার জন্য আমরা আবেদন জানাচ্ছি।আর সবাই টিকা নিয়েছেন কিনা সেটাও দেখা হচ্ছে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সকলের প্রতি আবারও দীপাবলি ও কালী পুজোর শুভেচ্ছা রইলো।

দূষন সম্পর্কে সতর্ক থাকুন

জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ)

সকলকে শুভ দীপাবলি, কালী পুজো এবং ছট পুজোর শুভেচ্ছা। এবারে আমি যে বিষয়টি নিয়ে বেশি করে বলবো, তা হলো পরিবেশ দূষন। নদী দূষন। উৎসব পর্বে নদী দূষন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তার সঙ্গে অবশ্যই চলে আসে বায়ু দূষন। প্রথমেই বলি, প্রশাসন যদি মনে করে তবে সবকিছু করতে পারে। এবারে দুর্গা পুজোর পরপরই নদীগুলো দ্রুত পরিস্কার করা হলো। অথচ আগে কিন্তু এমন হোত না। আগে আমরা নদী দূষনের কথা বারবার বললেও কাজ হোত না। এখন গ্রীন ট্রাইবুন্যাল ইত্যাদির কারনে যাইহোক প্রশাসন বেশ তৎপর হয়েছে।

গতবছর কালী পুজোর আগে আমরা বিভিন্ন মানুষের কাছে আবেদন করেছিলাম, করোনা চলছে। তাই বাজিপটকা যেন কেউ না পোড়ায়। কিন্তু তারপরও অনেক মানুষ তা শোনেননি। এবারও তাই হয়েছে। মহালয়ার রাতে বা ভোরে কিন্তু অনেক বাজিপটকা ফেটেছে। সামনে দীপাবলি ও ছট পুজো আসছে। আমরা চাইবো, প্রশাসন পুজোর আগে কড়া মনোভাব গ্রহন করুক। নিষিদ্ধ বাজির বিরুদ্ধে হোক অভিযান। কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে আইনি ব্যবস্থা গ্রহন করা হলে অনেকেই সতর্ক হয়ে যাবেন। এই বাজিপটকার ধোঁয়া মারাত্মকভাবে পরিবেশের দূষন করছে। করোনা এখনও বিদায় নেয়নি। তাই অবশ্যই এবারেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। বাজিপটকার ধোঁয়া, শব্দ সবই ক্ষতি করছে। বাতাস দূষিত যত হবে ততই সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকা যাবে না। অনেকেরই ফুসফুসের সমস্যা রয়েছে। কাজেই বিষয়টি ভাবনার মধ্যে রাখতে হবে সকলকে।

করোনা আবার বেড়ে চলেছে। করোনা বিধি মেনে চলার জন্য বারবার আবেদন করা হচ্ছে। নতুন ছেলেমেয়েদের অনেকেই মুখে মাস্ক ব্যবহার করছে না। তারা ভাবছে না বাড়ির বয়স্কদের কথা। আমি অবশ্যই আনন্দ করবো কিন্তু আমার আনন্দ অন্যের যাতে নিরানন্দের কারণ না হয় ভেবে দেখতে হবে।

কালীপুজোর পর আবার ছট পুজো রয়েছে। দীপাবলিতে দেখি শিলিগুড়ি শহরে অনেকে হিলকার্ট রোড, সেভক রোডে কলা গাছ ব্যবহার করেন। অনুষ্ঠানের পর সেসব কলা গাছ রাস্তার মধ্যে কেউ ফেলে রাখেন। আবার পুরসভাও অনেক সময় সেসব কলাগাছ ডাম্পিং গ্রাউন্ডে গিয়ে ফেলে রাখে। তা থেকেও কিন্তু পরিবেশ দূষিত হয়। এমনটা যাতে না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। কলা গাছ ডাম্পিং করে রাখলে তা পচে গিয়ে পরিবেশের দূষন ঘটায়। আবার দুর্গা প্রতিমার মতোই কালী প্রতিমাতেও কেমিক্যাল মেশানো হয়। সেই কেমিক্যাল নদীতে মিশে নদীর ক্ষতি করে।নদীর জল যাতে দূষিত না হয় তা দেখা আমাদের সকলের কর্তব্য। পুজো করার সময় প্রতিমা নির্মানেও এখন ধ্যান দেওয়ার সময় এসেছে। জলপাইগুড়িতে এবার দেখেছি, প্রতিমা এতটাই উচু করা হয়েছে যে তা নদীতে নিরঞ্জন করা যায়নি। শেষে প্রতিমা গলিয়ে ফেলার জন্য দমকলকে ডাকতে হয়।

নদী আমাদের ফুসফুস। নদী দূষিত হতে থাকলে মানুষ কিন্তু বাঁচবে না। নদীকে আমাদের বাঁচাতেই হবে সকলে মিলে। ছট পুজোর সময়ও নদীকে কেন্দ্র করে পুজো হয়। সেইসময় দেখতে হবে ছট পুজোকে ঘিরে যাতে কোনও দূষন না হয়। অনেক স্থানে কিন্তু এখন কলা গাছ ব্যবহার না করেই ছট পুজো হচ্ছে। আমার কথা হচ্ছে, পুজো অবশ্যই হোক। পুজো উৎসবের মাধ্যমে যে যার আরাধনা করুক। কিন্তু এই সব উৎসবের মাধ্যমে পরিবেশের যাতে কোনও ক্ষতি না হয় সেদিকটি সকলকে দেখতে হবে।পরিবেশ রক্ষা করা আমাদের সকলের জরুরি কর্তব্য।

একই সঙ্গে উৎসবের এই সময় সমাজসেবার কথাও বলতে হয়। অসহায় দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের সকলের এক দায়বদ্ধতা। আমরা উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ট্রাস্টের তরফে এবারে পুজোর আগে সিনি হোমে মেয়েদের মধ্যে বস্ত্র দান করা হয়েছে। করোনা লকডাউনের সময় অনেকের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। অনেক ছেলেমেয়ে স্কুল কলেজে ভর্তি হতে পারছে না টাকার অভাবে। তাদের পাশে আমরা আছি। অনেক দুঃস্থ ও মেধাবীকে আমরা বই কিনে দিয়ে স্কুল বা কলেজে ভর্তি করে দিয়েছি। অনেককে আবার ওষুধ কিনে দেওয়া হয়েছে ।

(লেখিকা একজন পরিবেশ বিদ ও সমাজসেবী। তিনি উত্তরবঙ্গ পৌষ মেলা ট্রাস্টের কর্ণধার)

তোমার জগৎ সংসার

রাজশ্রী মৈত্র
(বাবু পাড়া, শিলিগুড়ি)

আমি যদি আমার হতেম
ধরে রাখতেম আমার শৈশব
আমি যদি আমার হতেম
ধরে রাখতেম আমার কৈশোর ।
আমি যদি আমার হতেম
ধরে রাখতেম আমার যৌবন।
সবই যে তোমার ওগো
কিছুই নয় চিরন্তন।
তোমার দেওয়া এই জীবনে--
নেই তো কিছুই আমার --
সবকিছুই তোমার হাতে
তোমার জগৎ সংসার।
তোমার নাট্যশালায় তুমি
করছো বিরজমান।
আমরা শুধুই কলের পুতুল
তোমার সুতোর টান।

করোনা বিধি মেনে চলুন

বিপ্লব সরকার

নমস্কার সকলকে। ছোটদের আমার শুভ বিজয়ার ভালোবাসা এবং বড়দের প্রনাম। আমরা সকলেই এক দুর্যোগের মধ্যে পার করছি। কি সেই দুর্যোগ তা আর নতুন করে বলার নয়। সেই দুর্যোগ হলো করোনা। এখনও করোনা পুরোপুরি বিদায় নেয়নি। বিশ্ব এখনও করোনা মুক্ত হয়নি। তাই এই দীপাবলি উৎসবের এই সময় বলবো, সবাই সতর্কভাবে করোনা বিধি মেনে চলুন। প্রথমত মুখে মাস্ক বেঁধে রাখা জরুরি। তার সঙ্গে স্যানিটাইজার ব্যবহার করা দরকার। আর ভিড়কে অবশ্যই এড়িয়ে চলতে। তাছাড়া টিকা গ্রহন করতে হবে সকলকে। করোনা একদম বিদায় নিয়ে আমরা সবাই শান্তি পাবো। কেন শান্তি পাবো, তা নিশ্চয়ই সকলেরই জানা। করোনা আমাদের বহু প্রান কেড়ে নিয়েছে। করোনা বহু লোককে অসুস্থ করে তুলেছে। করোনা ব্যবসা বাণিজ্য স্তব্ধ করে দিয়েছে। সবদিক দিয়ে পিছিয়ে পড়েছে গোটা পৃথিবী। তাই এখনও ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদেরকে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

(লেখকের বাড়ি শিলিগুড়ি পশ্চিম আশ্রমপাড়ায়, তিনি একজন সঙ্গীত শিল্পী)

কালী পূজায় মা কালীর কাছে প্রার্থনা

আশীষ ঘোষ

আবার এসে গেলো এবছরের কালী পূজা। এই উৎসবকে দীপাবলিও বলা হয়। উত্তর ভারতে এই উৎসব বেশ জাঁকজমকের সাথেই পালিত হয়। উত্তর ভারতে এই উৎসবকে সাধারণত দেওয়ালি বলা হয়। প্রতিবছর পূজা আসে, পূজা যায়। মা কালীর কাছে আমরা বিভিন্ন রকম প্রার্থনা করে থাকি। যার বেশিরভাগই আমাদের ব্যক্তিগত প্রার্থনা। এই প্রার্থনার মধ্যে থাকে আমরা যাতে সুখে শান্তিতে থাকতে পারি, আমাদের যেন অর্থনৈতিক উন্নতি হয়, আরও নানারকম দাবি। ব্যক্তিগত দাবি যাই থাকুক না কেন, মা কালীর কাছে জাতি এবং মাতৃ ভাষার জন্যও কিছু প্রার্থনা জানাতে পারি। যেমন বাংলা ভাষা এখনও ধ্রুপদী সম্মান পায়নি। দক্ষিন ভারতে সমস্ত ভাষা এমনকি পূর্ব ভারতের ওড়িয়া ভাষাও ধ্রুপদী সম্মান পেয়েছে। মা কালীর কাছে আমার প্রার্থনা, চর্যাপদ যুগের ভাষা বাংলা যেন অবিলম্বে ধ্রুপদী সম্মান পায়। বাংলার কর্মপ্রার্থীরা যাতে সকলেই কর্মে নিযুক্ত হন, তার জন্য সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরির পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গে যেন বাংলা ভাষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। না হলে বাংলার কর্মপ্রার্থীরা সবসময়ই বঞ্চিত হবে। ভারতের দ্বিতীয় ভাষা গোষ্ঠী (সংখ্যার বিচারে) বাংলার নামে কোনো রেজিমেন্ট নেই। সামরিক বাহিনীতে অবিলম্বে যেন একটি বাংলা রেজিমেন্ট গঠন করা হয়। কারণ অন্যান্য বহু ভাষাভাষীদের নামে ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে রেজিমেন্ট রয়েছে। সড়ক ও রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলা যেন বঞ্চিত না হয়। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিনবঙ্গ যেতে বেশ কিছুটা পথ রেল পথ এবং সড়ক পথে অন্য প্রদেশের (বিহার) ভিতর দিয়ে যেতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে এ নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। নিজের বাড়ির এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে অন্য বাড়ির ভিতর দিয়ে যেতে হবে কেন? বাংলা সাহিত্য আর আগের অবস্থায় নেই। নতুন প্রজন্ম বাংলা সাহিত্য ও সংবাদপত্র খুব কমই পড়ছে। যদি এরকম প্রবনতা চলে তাহলে বাংলা পুস্তক ব্যবসা, মুদ্রন শিল্প সকলের সম্মুখেই সঙ্কট দেখা দেবে। কাজেই মা কালীর কাছে প্রার্থনা, নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাযেন বাংলা সাহিত্য, সাময়িকপত্র, সংবাদপত্র পাঠে আগ্রহী হয়। যদি বাংলা সাহিত্য ও ভাষা না বাঁচে তাহলে বাঙালি জাতিও বাঁচবে না। বর্হিবঙ্গের বাঙালিরা অনেক দিন থেকেই বাংলা সাহিত্যের চর্চা করে আসছেন। এবং অনেক ক্ষেত্রেই তারা মন প্রান দিয়ে বাংলা সাহিত্য,বাংলা সংস্কৃতি, বাংলা সংবাদপত্র প্রভৃতিকে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও আঁকড়ে ধরে আছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেন প্রবাসী বাঙালিদের স্বার্থে একটি বর্হিবঙ্গ মন্ত্রণালয় চালু করেন। সবশেষে মা কালীর কাছে প্রার্থনা করবো, যেন শেষ পর্যন্ত আমরা সম্পূর্নভাবে কোভিড মুক্ত হতে পারি।

(লেখকের বাড়ি শিলিগুড়ি পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লীতে, তিনি একজন শিক্ষক)

শিল্প কারখানায় আলো আসুক

উৎপল সরকার

সকলকে নমস্কার। শিলিগুড়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন থেকে সকলকে শুভ দীপাবলির প্রীতি ও শুভেচ্ছা। শারদীয়া দুর্গোৎসব, দীপাবলি , কালী পুজো , আলোর উৎসব এসবই আমাদের জীবনে বহু বছর ধরে হয়ে আসছে। এসব উৎসব আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ। এসব আমাদের পরম্পরা। কাজেই এসব উৎসব যেমন আমাদের পালন করা কর্তব্য তেমনই এসব পুজো উৎসব অনেক বার্তাও বহন করে নিয়ে আসে আমাদের সমাজজীবনে। বাংলার এই সব উৎসব সংস্কৃতির সঙ্গে অর্থনীতির বিষয়, মানুষের রুটিরুজির বিষয় যেমন হয়ে আসছে তেমনই এসবের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্ম, জাতির মেলবন্ধনের বার্তাও দৃঢ় হয়ে থাকে। এবারে সেই উৎসবেরই অঙ্গ হিসাবে রয়েছে দীপাবলি বা আলোর উৎসব। অন্ধকার থেকে আলোর পথে যাওয়ার উৎসব। আর তার সঙ্গে কালী পুজো। করোনার এই সময় বলবো, বহু কিছু অন্ধকারে চলে গিয়েছে। করোনা অসুর যেন রক্তবীজের মতো। বারবার এর মিউট্যান্ট হচ্ছে, আর সে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, জীবনকে ব্যাহত করছে। ঠিক যেভাবে অসুরদেরই রক্ত বীজ বারবার নানা রুপ ধারন করে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করছিলো, শেষে স্বয়ং মা কালীকে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে রক্তবীজকে ধ্বংস করতে হয়েছে। মা কালী জগতের কল্যানের জন্য রক্ত বীজকে ধ্বংস করে যেন হয়ে উঠেছিলেন পাগলিনী। এবারেও প্রার্থনা করবো, মা তাঁর অলৌকিক শক্তি বা অস্ত্র প্রয়োগ করে করোনা নামক ভয়াবহ অসুরকে ধ্বংস করে সমগ্র বিশ্বের মানবজাতির কল্যান করুক। মা-ইতো জগতের আলো। মা-ইতো আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিশা দেখান। আজ করোনার ছোঁবলে আমাদের শিল্প কারখানা সব অন্ধকারে। বহু কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বহু মানুষ বেকার হয়ে গিয়েছে। শিল্প কারখানাগুলো যেন অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। এই অবস্থাতে আলোর উৎসবে প্রার্থনা, মা কালী আমাদের সব শিল্প কারখানাগুলোতে অন্ধকার কাটিয়ে আলোর পরিবেশ তৈরি করুক। করোনা বিদায় নিক। সবাই সুস্থ থাক। শিল্প কারখানাগুলো স্বাভাবিক হলে এবং সবাই ভালো থাকলে সর্বত্র মঙ্গল আলো ছড়িয়ে পড়বে। সকলকে দীপাবলির শুভেচ্ছ জানাচ্ছি।

(লেখক শিলিগুড়ি শিল্প তালুকে ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল এস্টেট ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক)

করোনা বিধি মেনে চলুন

নির্মল কুমার পাল (নিমাই)

সকলকে শুভ দীপাবলি। দীপাবলি মানে আলোর উৎসব। শক্তি আরাধনা এই সময়ই হয়। অশুভকে ধ্বংস করে শুভ ভাব জাগিয়ে তোলার বার্তা নিয়েই দীপাবলি উৎসব পালিত হয়ে আসছে। গতবছর করোনার আতঙ্ক প্রবলভাবে শুরু হয়। কোভিড১৯ ২০২০ সালে আমাদের দেশে তান্ডব শুরু করলেও মাঝখানে একটু এর দাপট কমে। তাতে বহু মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। ২০২১ সালে মার্চ এপ্রিল থেকে আবার বেড়ে যায় করোনার দাপট। এখনও সেই আতঙ্ক দূর হয়নি। তবে ভ্যাকসিন হওয়াতে মানুষের মনে কিছুটা সাহস এসেছে। যদিও দুটো ডোজ নেওয়ার পরও করোনার সংক্রমন হচ্ছে।

দুর্গা পুজো ভালোভাবে কেটেছে। বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব এই দুর্গা পুজো। সব ভয় দূরে ঠেলে মানুষ পুজোর কদিন বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন প্রতিমা দর্শনে। ক্লাবগুলোরও পুজোর সময় সচেতন ছিলো। করোনা বিধি মেনেই সর্বত্র পুজো হয়েছে। আমাদের শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবে নিয়ম মেনে মন্ডপ উন্মুক্ত ছিলো, প্রতিমা দর্শনও পনের ফুট দূর থেকে করতে হয়েছে। অঞ্জলিতে এক সঙ্গে দশ পনেরজন প্রবেশ করতে পেরেছে। আমরা সবাই মিলে বিতরন করেছি মাস্ক। মন্ডপ চত্বরে কিছুক্ষন পর পর করোনা সচেতনতার প্রচার করা হয়েছে মাইকে। মন্ডপ চত্বর বারবার স্যানিটাইজ করা হয়েছে। এতে মানুষ সচেতনও হয়েছে। যাদেরকে মন্ডপের কাছাকাছি দেখা গিয়েছে, মাস্ক পড়া নেই। তাদেরকে মাস্ক পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুজোর পর এখন আবার শোনা যাচ্ছে, করোনা সংক্রমন আবার একটু বাড়ছে। তাই বলবো, এখনই আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। সামনে দীপাবলি বা কালী পুজো। করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায়রেখে সবাই সতর্ক থাকুন এই উৎসবেও। মাস্ক সকলকেই পড়তে হবে। স্যানিটাইজার রাখতে হবে সকলকে। কালী পুজোর পর আবার ভাইফোঁটা রয়েছে। তার পর ছট পুজো। বাজারের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভালো নয়। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ঘটছে একনাগাড়ে। সামনে যে কি বিপদ রয়েছে কে জানে। তাই আমাদের সকলকেই সতর্কভালে চলাফেরা করতে হবে। এই কালী পুজোর মধ্যে মাথায় রাখতে হবে আপনার আনন্দ যেন অন্যের নিরানন্দের কারণ না হয়।সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সকলের প্রতি শুভেচ্ছা রইলো।

(লেখক শিলিগুড়ি হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক এবং হায়দরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক)

মাটির প্রদীপ চাই

সঞ্জীব শিকদার

সকলকে দীপাবলির শুভেচ্ছা। দীপাবলির এই সময় সবাই ব্যবহার করুন মাটির প্রদীপ। চিনের আলো একদম বর্জন করুন। চিনের আলো আমাদের দেশীয় শিল্প কারখানাগুলোর ব্যবসা ধ্বংস করছে। এতে আমাদের দেশের বহু ছোট ছোট শিল্পী বিপদে পড়ছেন। তাদেরকে আমাদের বাঁচাতে হবে। চিনের আলো, চিনের পণ্য আমরা সবাই মিলে বর্জন করলে চিনের বাড়বাড়ন্ত বন্ধ হবে। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক ভিতও শক্ত হবে। কালীপুজোর এই সময় এটাই হলো আমার ভাবনা। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

(লেখক শিলিগুড়িতে বিজেপির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক)

ছটপুজোর ভাবনা

রমেশ শা

সকলকে দীপাবলি, কালী পুজো, ছট পুজোর শুভেচ্ছা। প্রতিবছরের মতো এবারেও আমরা শিলিগুড়ি চম্পাসারি সমর নগরে গীতাদেবী ঘাটে মেতে উঠছি ছট পুজোতে। রাজ্য সরকারের প্রশাসন, প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম দেব এবং প্রাক্তন বিধায়ক ডাঃ রুদ্রনাথ ভট্টাচার্য সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ এই জন্য যে তারা আমাদের গীতা দেবী ছট ঘাটকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছেন। ঘাটের সৌন্দর্যায়ন তারা করে দিয়েছেন স্থায়ীভাবে। আমরা ছট পুজোর সময় অবশ্যই মহানন্দার দূষন যাতে না হয়সেদিকে নজর রাখি। নদী না থাকলে আমরা কেউ বাঁচবো না। আর ছট পুজোতে নদীর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাই গ্রীন ট্রাইবুন্যালের নির্দেশ মতো আমরা নদী দূষনমুক্ত রাখার প্রতি সবসময় নজর দিই। আমরা আমাদের ঘাটে সামাজিক বিভিন্ন কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রচার করি। যেমন বাল্য বিবাহ, পন প্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধে আমরা সচেতনতার প্রচার করি। তার সঙ্গে আমরা গতবছরও করেছি করোনা সচেতনতার প্রচার।এবারও তা করবো। কেননা করোনা বিদায় নেয়নি। তাই আমাদের মাস্ক পড়ে থাকতে হবে। ছটপুজোর সময় ঘাটে যাতে ভিড় না হয় সবাই যাতে একটু দূরত্ব বজায় রাখেন সেদিকে আমরা অবশ্যই নজরে রাখবো। সবার টিকাকরন হয়েছে কিনা সেদিকটিও আমরা নজরে রাখবো। করোনা এখনও বিদায় নেয়নি সেটা আমাদের নজরে রাখতে হবে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

(লেখক একজন মাইক্রোআর্টিস্ট। তিনি সমরনগরে গীতা দেবী ঘাটের অন্যতম কর্মকর্তা)

With Best Compliments From

Unique

Sweets & Snacks

Santi Tower
Near Bajaj Showroom
Sevoke Road, Siliguri
0353-2545603, 9679998141

Mangaldeep Building
Hill Cart Road
Siliguri
0353-2524970, 9679998140

সকলকে শুভ দীপাবলির আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

মদন ভট্টাচার্য্য

সমাজসেবী

শিলিগুড়ি